ঠাকুরগাঁও এ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রম

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সহযোগিতায় ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

২০২২

ঠাকুরগাঁও এ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রম

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে "লো ইনকাম কমিনিটি হাউজিং সার্পোট প্রজেক্ট"-এর অধীনে মাঠ পর্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বেনিফিয়ারি ফিডব্যাক সার্ভের তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বইটি রচনা করা হয়েছে। মূলতঃ প্রকল্পের মেয়াদান্তে আবাসন ঋণের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও এলাকায় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ও এ প্রকল্পের সফলতা-ব্যর্থতার অর্জন তুলে ধরাই এই বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

লেখক

কৃষ্ণ কুমার রায় (ফোকাল পার্সন, আবাসন, ইএসডিও)

আবুবকর সিদ্দিক (ইঞ্জিনিয়ার-সিভিল, আবাসন, ইএসডিও)

মোঃ আবু শাহিন (প্রধান গবেষক, বিআরআইডি)

মো. কামরুজ্জামান (কনসালটেন্ট, বিআরআইডি)

সাবরিন জাহান (কনসালটেন্ট, বিআরআইডি)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সহযোগিতায় ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

২০২২

ঠাকুরগাঁও এ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রম

কপিরাইট

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

প্রকাশকাল

আগস্ট, ২০২২

প্রকাশক

ইএসডিও'র গবেষণা বিভাগের একটি প্রকাশনা

সম্পাদনায়

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

সম্পাদনা সহযোগী

স্বপন কুমার সাহা, ডিপিসি-(মাইক্রোফাইনান্স)

মোঃ মাজেদুল ইসলাম মামুন, সিনিয়র-এপিসি (মাইক্রোফাইনান্স)

সংকলন ও গ্রন্থনা

কৃষ্ণ কুমার রায়, ফোকাল পার্সন, আবাসন

প্রধান কার্যালয়

কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০

ঢাকা অফিস

ইএসডিও হাউস, বাড়ী নং-৭৪৮, রোড নং-৮,

বায়তুল আমান হাউসিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, www.esdo.net.bd

প্রচ্ছদ

বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট (বিআরআইডি)

মুদ্রণ

ইএসডিও অরণী প্রিন্টাস এ্যান্ড পাবলিকেশন।

আইএসবিএন

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

প্রাক্কথন

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের একদল সমাজমনস্ক ও শিক্ষিত তরুণের উদ্দ্যোগে ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার শিকার মানুষকে সহায়তা করা। ইএসডিও সূচনাতে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও বন্যা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রধানত সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, বিত্তহীন ও ভূমিহীন মানুষ বিশেষত মহিলাদের সমাজের মুলধারায় সম্পৃক্তকরণ ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আশা, আকাংখা ও তাদের চাওয়া-পাওয়াকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইএসডিও বাংলাদেশের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) সনদপ্রাপ্ত বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিও। ইএসডিও ১৯৮৮ সালে দরিদ্র ও প্রান্তিকদের প্রতি সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। জনগণ কেন্দ্রিক সংগঠন হওয়ায় ইএসডিও এমন একটি সমাজের কল্পনা করে যা অসমতা ও অবিচার থেকে মুক্ত হবে। ইএসডিও সামাজিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান কার্যক্রমের অধীনে ৩৪২টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ১২৩টি প্রজেক্ট/প্রোগ্রামে ৫৩৭৫ জন দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে ৪৯টি জেলার ২৮৫টি উপজেলায় ১০১৪৯৭১৫ জন প্রান্তিক মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ গড়ে ৬ শতাংশের ওপর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছর থেকে ১৫০ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে ও দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সাল হতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৪০.৪ শতাংশ হতে ২৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬)। সার্বিকভাবে, আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গৃহায়ণ খাতের সার্বিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোট জিডিপিতে গৃহায়ণ ঋণস্থিতির অনুপাত এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌছায়নি (প্রায় ৩ ভাগ-৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা)। জুন ২০১৫ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহায়ণ ঋণের স্থিতি ৪৮৯.৯ বিলিয়ন টাকা। আবার এর মধ্যে অধিকাংশই (প্রায় ৮১%) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণে যারা মূলত উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীকেই এই গৃহ ঋণ সরবরাহ করে থাকে। অপরদিকে বিএইচবিএফসি ও ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্সসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান সমূহের মার্কেট শেয়ার বিগত ১০ বছরে ৩৯ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ তহবিল, গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদানকৃত গৃহায়ণ ঋণের স্থিতি মোট গৃহায়ণ ঋণস্থিতির ১ শতাংশের কম (বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫)। সার্বিকভাবে, বিভিন্ন লক্ষ্যণীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীদের গৃহায়ণের ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বড় ধরণের ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে।

পিকেএসএফ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীদের চাহিদা ও সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ তার অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের মত সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম চালু করেছে। উত্তরবঙ্গের রংপুর ও ঠাকুরগাঁও শহরে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন উন্নয়নকল্পে ২০১৭ সাল থেকে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সার্বিকভাবে, ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও-এর গৃহ ঋণ কার্যক্রমের উপর উপকারভোগীদের ফিডব্যাক সার্ভে ও আবাসন খাতের গৃহ ঋণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নিমিত্তে এই পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সূচনালগ্ন থেকেই মাইক্রোফাইনান্স কর্মসূচি পরিচালনা করার কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সমাজের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের নানামুখী উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করে আসছে। মা ও শিশু সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা, শিক্ষাবৃত্তি, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইএসডিও নানামুখী কাজ করছে। দেশের চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে মানবিক দায়িত্ব নিয়ে "করোনা সংকটকালীন ত্রাণ ও বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবা কার্যক্রম" ইএসডিও'র একটি অনন্য সাফল্য। ইএসডিও সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে গতিশীল রাখতে সব সময় কাজ করে। কখনো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে আবার দাতা সংস্থার অর্থায়নেও সরকারের উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 'সবার জন্য আবাসন' বাস্তবায়ন ও এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০১৭ সালের জুন মাস থেকে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ইএসডিও রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় "লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সার্পোর্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন ব্যবস্থার মান উন্নয়ন করা। যে সকল মানুষ ছোট পরিসরে একটি বাড়ি তৈরি করতে অথবা মেরামত করতে কিংবা সম্প্রসারণ করতে অর্থনৈতিক বাধার মুখে পড়ে এবং ব্যাংকের কাছে যেতে পারে না তাদের জন্য এই প্রকল্প ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। ইএসডিও মাইক্রোফাইনান্স কর্মসূচি পরিচালনা করার যে কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, এলআইসিএইচএসপি প্রকল্পটি তার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা তুলে ধরতে এই পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশেষে, এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ইএসডিও-কে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেছে নিয়ে কাজ করার সুযোগ প্রদান করায় বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

তারিখ: আগস্ট ০৮, ২০২২

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব সদস্য পরিবারের প্রতি যাদের জন্য এলআইসিএইচএসপি প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষকে, কারণ তাদের অর্থায়ন ও সহযোগিতা না পেলে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নই হতো না। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই বইটি প্রকাশে তথ্য উপাত্ত দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন ইএসডিও'র ঠাকুরগাঁও জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ শামীম হোসেন, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আবু রায়হান ও মোঃ জুলফিকার আলী, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ মুক্তারুল ইসলাম মোঃ মকবুল হোসেন, মোছাঃ মেরী বেগম, সাবেকুন নাহার ও অন্যান্য শাখা ব্যবস্থাপকদের প্রতি। এছাড়াও বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট (বিআরআইডি) ও নর্থ বেঙ্গল প্রমোশনাল সোসাইটি কর্তৃপক্ষের যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি, এ বইটি প্রকাশে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃষ্ণ কুমার রায়

ফোকাল পার্সন, আবাসন

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সূচিপত্র

ক্র: নং	বিষয়বস্তু	পাতা নং
১	প্রথম অধ্যায়: ঠাকুরগাঁও-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আবাসন ব্যবস্থা	৭
২	দ্বিতীয় অধ্যায়: আবাসন ঋণের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা	১১
৩	তৃতীয় অধ্যায়: ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম	১৭
৪	চতুর্থ অধ্যায়: ঠাকুরগাঁও এলাকায় আবাসন ঋণ বাস্তবায়নের সার্বিক প্রভাব	২০
৫	পঞ্চম অধ্যায়: কেস স্টাডি	৩২
৬	ষষ্ঠ অধ্যায়: ফটো অ্যালবাম	৪৪
৭	সপ্তম অধ্যায়: আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার শিখন ও চ্যালেঞ্জ	৬২
৮	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	৬৪

ঠাকুরগাঁও-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আবাসন ব্যবস্থা

ভূমিকা

মানুষের মৌলিক পাঁচটি চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, আবাসন, চিকিৎসা ও শিক্ষা এর মধ্যে আবাসন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। আবাসস্থল বা বাড়ি হলো একটি বাসস্থান যেখানে মানুষ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। বাংলো, মেস, হোটেল, মোটেল, ভাড়া বাড়ি, লজ, ডরমেটরি, হল, হোস্টেল, সরকারি কলোনী প্রভৃতি নামে মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। আবাসন ঋণ তথা নিজ নামে গৃহ নির্মাণ করার জন্য ঋণ গ্রহণ হলো আলোচ্য গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয়।

একজন মানুষের সমগ্র জীবনের স্বপ্ন একটি মনের মতো বাড়ি তৈরী করা। একটি বাড়ি তৈরী করতে অনেক সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেকে জমানো অর্থ দিয়ে বাড়ির কাজ শুরু করেন কিন্তু টাকার অভাবে মাঝপথে কাজ থামিয়ে দিতে হয়। ফলে কাজটি সম্পন্ন করতে অর্থের প্রয়োজন পড়ে। যা পুরণ করতে পারে গৃহঋণ। গৃহ ঋণ সুদসহ মূলধন পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মাসিক কিস্তি আকারে পরিশোধ করতে হয় অন্যান্য ঋণের ন্যায়।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য ২০ অক্টোবর, ২০১৬ সাল হতে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে "লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এই প্রকল্পের "শেল্টার লেন্ডিং এন্ড সাপোর্ট" শীর্ষক একটি কম্পোনেন্টের আওতায় নির্বাচিত ১৩টি শহরে সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তার মধ্যে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সংস্থাটি তার ঠাকুরগাঁও পৌরসভা তথা ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা এলাকায় নয়টি শাখা যথা কলেজপাড়া, আশ্রমপাড়া, সরকারপাড়া, গোবিন্দনগর, শিবগঞ্জ, শান্তিনগর, বেগুনবাড়ী, ফাড়াবাড়ী ও রুহিয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত ৯৪৪৫ জন সদস্যকে নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ মোট প্রায় ১৭৯ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণ করেছে। এর মাঝে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকয় ইএস-ডিও-এর তিনটি শাখার মাধ্যমে ৫৩৭ জন সদস্যের মাঝে উল্লিখিত তিন ধরণের নির্মাণ কাজের জন্য ১৭.৮৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও পৌরসভা তথা ঠাকুরগাঁও এলাকায় ৯টি শাখার মাধ্যমে ৪৯৪ জন সদস্যকে ১৪৬,৯২৩,০০০ টাকা আবাসন ঋণ বিতরণ করেছে। ২২ মার্চ, ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও এলাকায় ৯টি শাখার মাধ্যমে ৮৪৯ জন সদস্যকে ২৪৬৭২৩০০০ টাকা আবাসন ঋণ বিতরণ করেছে।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মানচিত্র

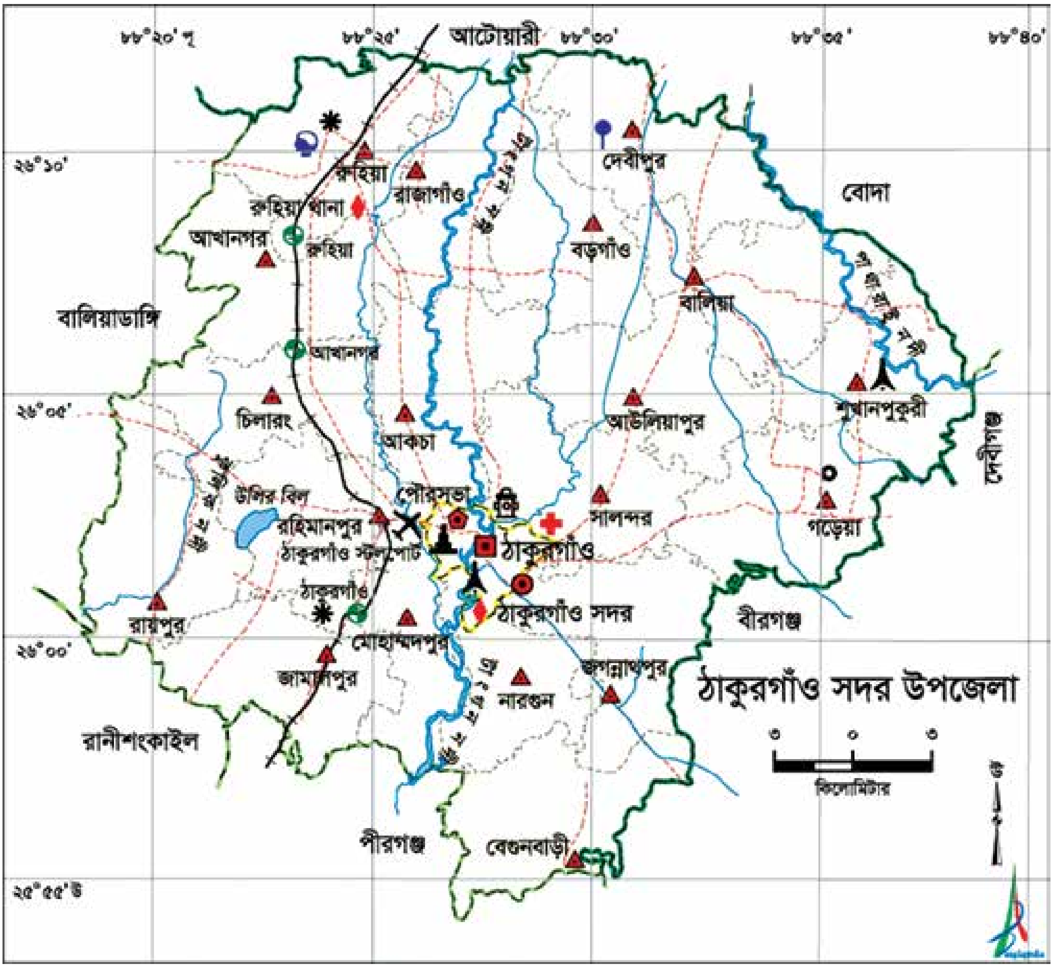

সৌজন্যে- বাংলা পিডিয়া

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা ও পৌরসভা

ঠাকুরগাঁও বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনপদ। শস্য ক্ষেত আর সবুজের সমারোহে সোন্দর্যময় অপরূপ দৃশ্যের গ্রাম ও লোকালয় নিয়ে গঠিত ঠাকুরগাঁও। হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য দেখা যায় এ এলাকা থেকে। ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় ঠাকুরগাঁও পৌরসভার অবস্থান। ১ মার্চ ১৯৫৮ সালে নিশ্চিন্তপুর, জগন্নাথপুর, সালন্দর ও গোবিন্দনগর এ ৪টি মৌজাসহ মোট ১৬ বর্গ কি.মি. জায়গা নিয়ে ঠাকুরগাঁও পৌরসভা গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে এ পৌরসভা 'ক' শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নীত হয়। উল্লেখ্য যে, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা কার্যালয় শহরের কলেজ রোড এলাকায় টাঙ্গন নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর, সালান্দর, আকচা, নিশ্চিন্তপুর, গোবিন্দনগর, ছিট চিলারং, হরিহরপুর ও রহিমানপুর এ আটটি মৌজার মোট ৩০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে ঠাকুরগাঁও পৌরসভা।

ঠাকুরগাঁও এর নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো- বর্তমান জেলা সদর অর্থাৎ জেলার অফিস আদালতের স্থান হতে ৮ কি.মি.উত্তরে আকচা ইউনিয়নের একটি মৌজায় নারায়ণ চক্রবর্তী ও সতীশ চক্রবর্তী নামে দুইভাই বসবাস করতেন। সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তারা সে এলাকায় খুবই পরিচিত ছিল। সে এলাকার লোকজন চক্রবর্তী বাড়িকে ঠাকুরবাড়ী বলতেন। পরে স্থানীয় লোকজন এ এলাকাকে ঠাকুরবাড়ী থেকে ঠাকুরগাঁও বলতে শুরু করেন। চক্রবর্তী বাবুরা এখানে একটি থানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করে জলপাইগুড়ির জমিদারকে অনুরোধ করেন, জমিদার ব্রিটিশ সরকারকে রাজী করান। ১৮০০ সালের শুরুতে এখানে একটি থানা স্থাপিত হয়। এ থানার নাম দেওয়া হয় ঠাকুরগাঁও। অবশ্য পরবর্তীতে বিভিন্ন কারনে টাঙ্গন নদীর পূর্বতীরে নিশ্চিন্তপুরে ঠাকুরগাঁও থানা স্থানান্তরিত হয়। আর এ থানাকে কেন্দ্র করে ১০টি থানা নিয়ে ১৮৬০ সালে ঠাকুরগাঁও মহকুমা গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান পঞ্চগড় জেলার পাঁচটি থানাই ঠাকুরগাঁও মহকুমার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৮৪ সালে ১ ফেব্রুয়ারি ৫টি থানা নিয়ে ঠাকুরগাঁও নামে একটি জেলা গঠিত হয়।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান ২৫০৪০ক্ষ থেকে ২৫০৫৯ক্ষ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০১৫ক্ষ থেকে ৮৮০২২ক্ষপূর্ব দ্রাঘিমাংশ। ঠাকুরগাঁও এর উত্তরে আটোয়ারী ও বোদা উপজেলা, দক্ষিণে পীরগঞ্জ উপজেলা (ঠাকুরগাঁও) ও বীরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে বোদা, দেবীগঞ্জ, বীরগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে বালিয়াডাঙ্গি ও রাণীসংকৈল উপজেলা।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জনসংখ্যা ৫,৮১,২২৭২ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১.৪১%, হাউজ হোল্ড সংখ্যা ১,৩৩,৩২০, শহুরে জনসংখ্যা ৪১,৮৫৪ জন, অন্য শহরে ৯,৯৩১ জন, গ্রামে ৪,৫২,৬৪৩ জন। (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আয়তন ৬৫৪.৯৫ বর্গ কি.মি. এবং ২৫২.৮৭ বর্গ মাইল। প্রতি বর্গ কি.মি এ জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৮৭ জন। নগরায়ন শতকরা ১৬.০৪%। ইউনিয়ন ১৯টি, পৌরসভা ১টি, ওয়ার্ড ১২টি, মহল্লা ৩০টি। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় ১৩,৩৩২০ খানা সংখ্যা যার মধ্যে ৯৯.৫৯% সাধারন ইউনিট, ০.০৬% প্রাতিষ্ঠানিক, ০.৩৫% অন্যান্য ইউনিট। ঠাকুরগাঁও সদর এলাকার ৩.৬% সাধারন খানা পাকা বাড়িতে বসবাস করে। ২০.২% সেমি পাকা বাড়িতে বসবাস করে। ৭৪.৭% কাঁচা বাড়িতে বসবাস করে। ১.৫% ঝুপড়ি বাড়িতে বসবাস করে। (বিবিএস, ২০১৩)। এ এলাকায় মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর বসবাস। এ এলাকায় সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা, মুসহোর, রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে।

ঠাকুরগাঁও এলাকায় সুগার মিল, স'মিল, রাইস মিল, ফ্লাওয়ার মিল, ওয়েল মিল, টেক্সটাইল মিল, আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, পাইপ ফ্যাক্টরি, কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ, কোল্ড স্টোরেজ, রেশম শিল্প অন্যতম শিল্প। ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ, ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুল, বিএড কলেজ, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইকো পাঠশালা, কারিগরি কলেজসহ রয়েছে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঠাকুরগাঁও এর উল্লেখযোগ্য নদ-নদী হলো-টাঙ্গন, নাগর, কুলিক, পাথরাই, তিরনাই, উলির বিল প্রভৃতি। ঠাকুরগাঁও এর উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান হলো জামালপুর জমিদার বাড়ি জামে মসজিদ ও জাদুঘর, বালিয়া মসজিদ, রাজা টঙ্কনাথের রাজবাড়ি, হরিপুর রাজবাড়ি ও মন্দির, জগদল রাজবাড়ি, ঢোলোর হাট মন্দির, গোরকই নাথ যোগী আখড়া, মেদেনীসাগর জামে মসজিদ, রামরাই দিঘি, টাংগন ব্যারেজ, ঠাকুরগাঁও চিনিকল, ফানসিটি, বলাকা উদ্যান বা কুমিল্লা হাঁড়ি, দুশ বছরের প্রাচীন সূর্যপুরি আমগাছ। নেকমরদ জনপদ ও নেকমরদ মাজার, বাংলাগড়, সাপটি বুরুজ, মহালবাড়ি মসজিদ, সনগাঁ শাহী মসজিদ, ফতেহপুর মসজিদ, গোবিন্দনগর মন্দির, সিন্দুরা ইমামবাড়া, খুনিয়া দিঘি বধ্যভূমি, থুমনিয়া শালবন, ভেমটিয়া শিব মন্দির, গড় ভবানীপুর। ঠাকুরগাঁও এলাকার স্থানীয় ঐতিহ্য হলো আলু, গম ও সরিষা চাষ।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় পিকেএসএফ ও ইএসডিও এর স্টাফদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা ও সদর উপজেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ঠাকুরগাঁও সংক্রান্ত বই/পুস্তক, ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং ঋণ গ্রহণকারীদের উপর ঙউক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত ইঋঝ এর মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য এবং তা সফটওয়ার এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে এ গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনায় পিকেএসএফ-এর স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রমের জন্য পুস্তিকা প্রকাশের আউটলাইন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ অনুসরণ করা হয়েছে।

অধ্যায় কাঠামো

সাতটি অধ্যায়ে এ পুস্তিকাটির বিষয়গুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ঠাকুরগাঁও এলাকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবাসন ঋণের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ঠাকুরগাঁও এলাকায় আবাসন ঋণ এর সার্বিক প্রভাব তথা ঋণ গ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কেস স্টাডি এর মাধ্যমে কয়েকজন আবাসন ঋণ গ্রহণকারীর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফটো অ্যালবাম এ আবাসন ঋণ গ্রহণকারীর ঋণ গ্রহণের আগের ও পরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার শিখন ও চ্যালেঞ্জ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

আবাসন ঋণের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

বাংলাদেশে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবাসন ঋণের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ২০০১-২০১১ সাল পর্যন্ত দেশের শহরাঞ্চলের আবাসনের ঘাটতি ১১.৩ লক্ষ ইউনিট হতে ৪৬ লক্ষ ইউনিটে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সাল পর্যন্ত অভিক্ষিত ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৮৫ লক্ষ ইউনিট। এছাড়া প্রায় ২৮% খানা পাকা গৃহে বসবাস করছে, প্রায় ৪৩% খানা অস্থায়ী গৃহে এবং ২৯% খানা আংশিক পাকা গৃহে বসবাস করছে। গ্রামাঞ্চলে আবসন ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৩৫ লক্ষ ইউনিট। (বিবিএস, ২০০১; জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, ২০০৫; ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা)। বাংলাদেশে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও যথাযথ তেমন ঋণ সেবা না থাকায় দেশে গৃহায়ণ খাতের মোট ঋণস্থিতির মধ্যে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমাণ ১% এর কম। দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ আবাসন খাতে যে পরিমাণে ও ধরণের ঋণ সেবা প্রদান করে তা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অপরদিকে ক্ষুদ্রঋণসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন সময় এ ধরনের ঋণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হলেও তা টেকসইভাবে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি। দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীদের চাহিদা ও সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন কর্মকান্ড সফলতার সাথে প্রণয়ন ও পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের মত ইএসডিও এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইএসডিও ২০১৭ সালের ৯ জুলাই তারিখ হতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় "লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং প্রকল্প" এর মাধ্যমে সহজ শর্তে আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আবাসন ঋণের উদ্দেশ্য

নিজস্ব জমিতে আবাসনের উদ্দেশ্য-

১. **নতুন গৃহ নির্মাণ :** নতুন গৃহ নিমার্ণ বলতে ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নকশা অনুমোদনকারী যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষের (পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন/ সংশ্লিষ্ট কমিটি) অনুমোদন অনুযায়ী ঋণগ্রহিতার নিজ জমিতে নতুনভাবে আবাসিক ভবন/বাড়ি তৈরী করাকে বুঝাবে। এক্ষেত্রে বসবাস করা হয়নি এমন অসম্পূর্ণ বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে বসবাস শুরু করা হলে তা নতুন গৃহ নির্মাণের আওতাধীন হবে।

২. **গৃহ সম্প্রসারণ:** গৃহ সম্প্রসারণ বলতে নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নকশা অনুমোদনকারী যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষের (পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/সংশ্লিষ্ট কমিটি) অনুমোদন অনুযায়ী ঋণগ্রহিতার নিজ জমির ওপর নির্মিত বাড়ির উলম্বিক/আনুভূমিক সম্প্রসারণ করাকে বুঝাবে।

৩. **গৃহ সংস্কার :** গৃহ সংস্কার বলতে বাড়ির মূল অবকাঠামো অটুট রেখে বিদ্যমান কাঠামোয় যেকোন ধরনের উন্নয়ন কাজকে বুঝাবে। (যেমন-দেয়াল/ছাদের প্লাস্টার করা, ছাদ/মেঝে ঢালাই করা, টাইলস লাগানো, রং করা ইত্যাদি)

---

[১]বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. এ কে এম নুরুজ্জামান ও অন্যান্য, স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ, (ঢাকা: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, ২০২১);

অর্থায়নের অযোগ্যতা

ক্রেডিট লাইন (ঋণের অর্থ) শুধুমাত্র নতুন গৃহ নির্মাণ ও গৃহের সংস্কার/সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য। এক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত কর্মকান্ডসমূহ ক্রেডিট লাইনে অন্তর্ভুক্ত হবে না ঃ ঘর ক্রয় (অর্থাৎ প্রাক বিদ্যমান ঘর সম্পত্তি ক্রয়), কর্তৃত্ব গ্রহণ (ঞধশব-ড়াবৎ/ৎবভরহধহপব) গৃহায়ণ ঋণ, গৃহ-অংশিদারিত্বের (হোম ইকুইটি) ঋণ/পুনঃঅর্থায়ন, টপ-আপ ঋণ, সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ, ভূমি ঋণ, গৃহ নির্মাণ ভিন্ন অন্য কোন কাজের জন্য, ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ/অনাবাসিক সীমানা ক্রয়। এছাড়াও ক্রেডিট লাইন অবকাঠামোসহ অথবা অবকাঠামো ব্যতীত কোন জমি/আবাসন-প্লট ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য নয়। উপরন্তু, সংশ্লিষ্ট অর্থায়নের ক্ষেত্রে, ভূ-সম্পত্তির ভোগ-দখলে না থাকলে সম্ভাব্য সদস্যকে ঋণ প্রদান করা যাবে না। ঋণ কোনভাবেই গৃহায়ণ ব্যতীত অন্য কাজে প্রদানযোগ্য হবে না।

লক্ষ্যভুক্ত ঋণগ্রহিতার বৈশিষ্ট্য

ক) খানার মাসিক আয় ১০,০০০-৪৮,০০০ টাকা।
খ) মূল ও সহ আবেদনকারীর বয়স ২১-৬০ বছর।
গ) নির্বাচিত পৌরসভার স্থায়ী অধিবাসী ।
ঘ) নির্বাচিত পৌরসভায় নিজস্ব জমিতে (ন্যূনতম ০.৮ শতাংশ) প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম আদর্শ মেনে আবাসনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগে ইচ্ছুক।
ঙ) প্রস্তাবিত ঋণ নির্ধারিত তফসিল অনুযায়ী পরিশোধের সক্ষমতা রয়েছে (মাসিক কিস্তির পরিমাণ পরিবারের মাসিক আয়ের ২৫%-এর বেশি নয়)।
চ) নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট আছে।
ছ) সংস্থার বর্তমান সদস্যরা অন্যান্য ঋণের পাশাপাশি এ ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। সদস্য না হলে সদস্য হিসেবে ভর্তি হতে হবে।

এক নজরে আবাসন ঋণের মূল বৈশিষ্ট্য-

বিবরণ	পিকেএসএফ পর্যায়	মাঠ পর্যায়
ঋণের সীমা	মাঠের চাহিদা অনুযায়ী	সর্বোচ্চ ২.৫০ ও ৫.০০ লক্ষ টাকা[১]
ঋণের মেয়াদ	সর্বোচ্চ ৬ বছর	সর্বোচ্চ ৫ বছর
সার্ভিস চার্জের হার (২)	বাৎসরিক ৪.০০%	বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১২.০০%
কিস্তি	ত্রৈমাসিক	মাসিক (ইএমআই)
গ্রেস পিরিয়ড	৬ মাস	নেই
ঋণ ঃ সমতা	৯ ঃ ১	৪ ঃ ১

[৪]মুদ্রাস্ফীতির সাথে মিল রেখে পরিবর্তন যোগ্য
[৫]মাসিক আয়ের সীমা যথাক্রমে ১০,০০০-২৫,০০০ টাকা ও ২৫,০০১-৪৮,০০০ অনুসারে।
[৬]ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতি অনুযায়ী।

ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়

ঋণগ্রহিতাদের নিকট থেকে মাসিক কিস্তির মাধ্যমে ঋণ কিস্তি আদায় করতে হবে। সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে হতে হবে। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কিস্তি ছাড়া অন্য প্রতিটি কিস্তিতে আদায়যোগ্য অর্থের মোট পরিমাণ (আসল+সার্ভিস চার্জ) সমান হবে। ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে দৈনিক সূচকের ভিত্তিতে ব্যবহৃত দিনের উপরে সরল হিসাবে সার্ভিস চার্জ হিসাব করতে হবে।

আবাসন ঋণ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ধাপ (গাইডলাইন)

পিকেএসএফ প্রণীত 'আবাসন ঋণ' কার্যক্রমটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত এগারটি ধাপ চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. জরিপ সম্পাদন ও প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত
২. সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতাদের সাথে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন
৩. আর্থিক সক্ষমতা যাচাই
৪. প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট যাচাই
৫. পরিবেশ সংক্রান্ত চেকলিস্ট পূরণ
৬. ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ
৭. প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই
৮. ঋণ আবেদন যাচাই ও অনুমোদন
৯. ঋণ চুক্তিপত্র ও অঙ্গিকারনামা সম্পাদন
১০. ঋণ বিতরণ
১১. ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়

জরিপ সম্পাদন ও প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত

শাখা পর্যায়ে কর্মরত স্টাফরা প্রাথমিক জরিপ সম্পাদনের মাধ্যমে বিবেচনা করে ঋণ নিতে আগ্রহী এমন সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতার তালিকা প্রস্তুত করবে। এক্ষেত্রে ঋণের উদ্দেশ্য (গৃহ নির্মাণ, সংস্কার বা সম্প্রসারণ) অনুযায়ী পৃথক তালিকা তৈরী করতে হবে এবং ঋণগ্রহিতার আনুমানিক মাসিক আয় ও সম্ভাব্য মোট ব্যয় ও প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতাদের সাথে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন

সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতাদের সাথে আলোচনা ও প্রদানকৃত তথ্য প্রাথমিক যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক তালিকা হতে পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে এমন সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতারও সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

আর্থিক সক্ষমতা যাচাই

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতার আয়-ব্যয়ের উৎস ও পরিমাণ যাচাই করবে এবং প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও সে অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য সম্ভাব্য ঋণকিস্তি এবং তার বিদ্যমান অন্যান্য দেনার সাথে আয়ের তুলনা করে তার আর্থিক সক্ষমতা যাচাই করতে হবে।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট যাচাই

প্রস্তাবিত ঋণের কিস্তি পরিশোধের সক্ষমতা পরিলক্ষিত হলে সংস্থার প্রকৌশলী সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতার সাথে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে এবং তার বাজেট যাচাই করবে। সার্বিকভাবে চূড়ান্ত প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট সন্তোষজনক হলে সংস্থার প্রকৌশলী তা মৌখিকভাবে শাখাকে অবহিত করবে।

পরিবেশ সংক্রান্ত চেকলিস্ট পূরণ

গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর সংস্থার প্রকৌশলী প্রকল্প নির্ধারিত পরিবেশগত চেকলিস্ট পূরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক মান অর্জন ঋণ অনুমোদনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ

ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা ও প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট সন্তোষজনক হলে সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতা ঋণ আবেদনপত্র পূরণ করবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ শাখা ব্যবস্থাপক বরাবর ঋণ আবেদন করবে। উল্লেখ্য, ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতা তার উপস্থাপিত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী ঋণের কিস্তির সংখ্যা, ঋণের পরিমাণ ও ঋণ গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করবেন।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই

উপরোক্ত তথ্য সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচাই বাছাই পূর্বক ঋণগ্রহিতা কর্তৃক জমাকৃত আবেদন আবেদন পত্রে সংশ্লিষ্ট অংশে স্বাক্ষর করবেন।

ঋণ আবেদন যাচাই ও অনুমোদন

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর তা যাচাই করে সঠিক হিসেবে প্রতীয়মান হলে আবেদনকারীকে চূড়ান্তভাবে যোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।

ঋণ চুক্তিপত্র ও অঙ্গিকারনামা সম্পাদন

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর তা যাচাই করে সঠিক হিসেবে প্রতীয়মান হলে শাখা ব্যবস্থাপক চুক্তিপত্র ও অঙ্গিকারনামা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঋণ বিতরণ

১. ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদনের দিন ঋণ গ্রহিতার অনুকূলে অনুমোদিত ঋণের প্রথম কিস্তির টাকা একাউন্ট পেয়ি (Account Payee) এই চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে এবং তার পোষ্টিং নিশ্চিত করতে হবে।

২. বিকেল ৩টার পূর্বে চেক বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. ঋণ গ্রহীতাকে আবাসন ঋণের জন্য নির্ধারিত পাস বই / প্রোফাইল সরবরাহ করতে হবে।

৪. একক কিস্তিতে সম্পূর্ণ ঋণ বিতরণ করা হলে ঋণ গ্রহিতার ঋণ পরিশোধ তফশিল ঋণ বিতরণের দিনই পাস বই/প্রোফাইলের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

৫. একাধিক কিস্তির ঋণের ক্ষেত্রে-

- ঋণ গ্রহীতা ঋণ গ্রহণের পূর্বের পালনীয় শর্তাবলী (অনুমোদনপত্রে উল্লেখিত) নিশ্চিত করে শাখা ব্যবস্থাপক বরাবর ঋণ ছাড়করণের আবেদন করবেন। শাখা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফরা গৃহ নির্মাণের অগ্রগতি সরেজমিনে যাচাই করবেন এবং এ সংক্রান্ত ছবি সফটওয়্যারে আপলোড সাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তি ছাড়করণের সুপারিশ করবেন এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ প্রদানের অগ্রগতি যাচাইয়ান্তে অগ্রগতি প্রতিবেদন সম্পন্ন করে ঋণ অনুমোদন করবেন।

- শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ গ্রহিতার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ঋণ বিতরণের দিন নির্ধারণ করবেন। সদস্যকে উক্ত তারিখ পর্যন্ত ব্যবহৃত ঋণের স্থিতির বিপরীতে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত করবেন।
- ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক উল্লেখিত সার্ভিস চার্জ পরিশোধ নিশ্চিত পূর্বক ঋণ অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের মাধ্যমে ঋণ কিস্তি বিতরণ করতে হবে।
- ইতোপূর্বে প্রদানকৃত পাস বইয়ের সাথে সফটওয়্যার জেনারেটেড ঋণ স্থিতির বিবরণ স্ট্যাপলার করে দিতে হবে।
- পরবর্তী কিস্তির ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- সর্বশেষ কিস্তি বিতরণ সম্পন্ন করে ঋণ গ্রহিতার ঋণ পরিশোধ তফশিল ঋণ বিতরণের দিনই পাস বইয়ের সাথে স্ট্যাপলার করে দিতে হবে।

ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়

১. যে তারিখেই ঋণ বিতরণ হোক প্রতি মাসের ৭ তারিখ হবে কিস্তি আদায়ের জন্য নির্ধারিত দিন এবং সে অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের তফশিল তৈরী হবে।

২. সর্বশেষ কিস্তি যদি মাসের ৭ তারিখের পূর্বে বিতরণ হয় তবে একই মাসের ৭ তারিখ হতে ঋণ কার্যকর হবে এবং পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ হবে ১ম কিস্তি প্রদানের তারিখ। অপরদিকে সর্বশেষ কিস্তি যদি মাসের ৭ তারিখ বা তার পরে বিতরণ হয় তবে পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ হতে ঋণ কার্যকর হবে এবং তার পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ হবে ১ম কিস্তি প্রদানের তারিখ।

৩. ঋণ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ঋণ কার্যকর হওয়ার দিন পর্যন্ত ঋণের স্থিতির বিপরীতে প্রদেয় সার্ভিস চার্জের পরিমাণ সম্পর্কে সদস্যকে অবহিত করতে হবে এবং সময়মত সার্ভিস চার্জও আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ঋণ গ্রহিতা নির্ধারিত কিস্তি অনুযায়ী ব্যাংক চেকের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করবে।

৫. ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কিস্তি ছাড়া অন্য প্রতিটি কিস্তিতে আদায়যোগ্য অর্থের মোট পরিমাণ (আসল+সার্ভিস চার্জ) সমান হবে। ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে মাসিক সূচকের ভিত্তিতে সার্ভিস চার্জ হিসাব করা হবে।

৬. সকল কিস্তি ৭ তারিখে জমা হবে ধরে নিয়ে প্রাথমিক ঋণ পরিশোধের তফসিল তৈরী করা হবে যা ঋণগ্রহিতাকে সরবরাহ করা হবে। তবে প্রকৃত অবস্থায় নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কিস্তি জমা হলে মোট কিস্তিতে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হবে এবং আসলের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এভাবে সকল কিস্তি পরিশোধের সময়ের উপর ভিত্তি করে সর্বশেষ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

৭. যে কোন আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথমে সর্বশেষ প্রারম্ভিক ঋণস্থিতি ও তা ব্যবহারের দিন অনুযায়ী নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ হিসাব করে প্রথমে তা আদায় করতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ আসল হিসেবে আদায় হবে।

৮. আদায়যোগ্য ও বকেয়া

প্রাথমিক ঋণ পরিশোধের তফসিল অনুযায়ী মাসিক কিস্তির পরিমাণ যা হবে তাই উক্ত মাসের মোট আদায়যোগ্য (আসল+সার্বিক চার্জ) বলে বিবেচিত হবে। ঋণ কিস্তি যে দিনই পরিশোধ হোক না কেন মোট আদায়যোগ্য পরিবর্তিত হবে না। তবে এক্ষেত্রে, যে মাসে কিস্তি আদায়যোগ্য সেই মাসে-

* নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কিস্তি পরিশোধ করলে সার্ভিস চার্জ আদায়যোগ্য কমে আসবে এবং আসল আদায়যোগ্য একই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

* নির্ধারিত তারিখের পরে কিস্তি পরিশোধ করলে সার্ভিস চার্জ আদায়যোগ্য বৃদ্ধি পাবে এবং আসল আদায়যোগ্য একই পরিমাণে কমে আসবে।

৯. বকেয়া

কোন মাসের আদায়যোগ্য অর্থ অপরিশোধিত থাকলে বা আংশিক পরিশোধিত হলে অপরিশোধিত অর্থকে মোট বকেয়া হিসাবে গণ্য করতে হবে।

১০. প্রি-পেমেন্ট

ঋণগ্রহিতা তার অবশিষ্ট পরিশোধযোগ্য কিস্তি হতে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ অগ্রীম পরিশোধ করতে পারবেন। যে মাসে কিস্তি আদায়যোগ্য হবে তার পূর্ববর্তী কোন মাসে সেই কিস্তি প্রদান করলেই তা কেবলমাত্র অগ্রীম আদায় হিসাবে বিবেচিত হবে। অগ্রীম কিস্তির ক্ষেত্রেও প্রারম্ভিক ঋণস্থিতি ও তা ব্যবহারের দিন অনুযায়ী নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ হিসাব করে প্রথমে তা আদায় করতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ আসল আদায় হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে মোট পরিশোধযোগ্য কিস্তির পরিমাণ ও ঋণ পরিশোধের মেয়াদ কমে আসবে তবে পরবর্তী মাসের কিস্তি আদায়যোগ্য হিসাবে দেখাতে হবে।

১১.আর্লি সেটেলমেন্ট

ঋণ গ্রহিতা যে কোন দিনে ঋণস্থিতির পরবর্তী ঋণস্থিতির (আসল) পাশাপাশি উক্ত ঋণ যেদিন পূর্ণ পরিশোধ হবে সেদিন পর্যন্ত ব্যবহারের দিন হিসাব করে সে অনুযায়ী নির্ধারিত হারে হিসাবকৃত সার্ভিস চার্জ এবং উক্ত ঋণস্থিতির ১% অগ্রীম পূর্ণ পরিশোধ চার্জ হিসাবে আদায় করতে হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম

প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার সার সংক্ষেপ

ঠাকুরগাঁও পৌরসভা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এলআইসিএইচএসপি প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ৯টি শাখায়। ২০১৯ সালে ৩টি শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে করোনা মহামারীতে প্রকল্পের বিতরণে ভাটা পড়লে বিতরণে গতি আনতে ২০২০ সালে আরও ৬টি শাখায় প্রকল্পের আওতায় বিতরণ শুরু করা হয়। প্রথম দিকে প্রকল্পের নানা ঝুকি বিবেচনায় প্রসার না পেলেও বছর গড়ালে গতি পায়। যদিও বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারিতে স্থিতি, গ্রহিতা, বিতরণ, আদায় তথা চার্জ ও সার্ভিস চার্জ এ ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। খওঈঐঝচ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বল্প আয়ের মানুষের হাতের নাগালে গৃহ নির্মাণ ঋণ পৌঁছে দেয়া। প্রকল্পের শুরুতেই তাই মাসিক আয়ের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ১০,০০০-২৫,০০০ টাকা আয়ের জনগোষ্ঠীকে বলা হয়েছে নিম্ন আয়ের এবং ২৫,০০০ টাকা এর উপরের আয়ের জনগোষ্ঠীকে বলা হয় নিম্ন-মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠী। নিম্নের সারণিতে মার্চ-২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী সংস্থার আর্থিক কর্মকান্ড তুলে ধরা হলো-

সারণি: ৩.১ আয়ের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী আবাসন ঋণ বিতরণ তথ্য-

আয়ের শ্রেণীবিভাগ	নতুন গৃহ নির্মাণ		সম্প্রসারণ		সংস্কার		মোট	
	ঋণের পরিমাণ	**ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা**	**ঋণের পরিমাণ**	**ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা**	**ঋণের পরিমাণ**	**ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা**	**ঋণের পরিমাণ**	**ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা**
১০০০০-২৫০০০	১৮২৫০০০০	৭৩	৭৭৫০০০০	৩১	৪০৫৯৩০০০	২০৩	৬৬৫৯৩০০০	৩০৭
২৫০০১-৪৮০০০	৭৫৭৫০০০০	১৯৮	২২৬৮০০০০	৫৬	৮১৭০০০০০	২৮৮	১৮০১৩০০০০	৫৪২
মোট	**৯৪০০০০০০**	**২৭১**	**৩০৪৩০০০০**	**৮৭**	**১২২২৯৩০০০**	**৪৯১**	**২৪৬৭২৩০০০**	**৮৪৯**

সারণি: ৩.২ শাখা ভিত্তিক LICHSP এর সাথে মোট স্থিতির তুলনামূলক তথ্য ও বকেয়া চিত্র-

শাখার নাম	মোট ঋণ স্থিতি	LICHSP ঋণ স্থিতি	শতকরা	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট উপকারভোগি	Target PAR	LICHSP PAR
কলেজপাড়া	৭৬৪১০৬৩০	২৬৮৫২৬৩৮	৩৫%	১৮২	৮৯০	৫.৯৪	০
আশ্রমপাড়া	১২২১০০১৬৬	৪০০৭৬৪৮৩	৩৩%	১৩৩	৬২৫	৭.২	০
সরকারপাড়া	৯১১৭৩৫১৬	১৯৬৬০৯৩১	২২%	৭৫	৩৫৬	৩.৭৭	০
গোবিন্দনগর	১০৫২৬৭১৩৫	১৩৯৩১৫৮৩	১৩%	৭৯	৩৮১	৪.৬৯	০.০০
শিবগঞ্জ	৭৫০৩৬০৯৭	১৪৮৬৬৯৯১	২০%	৬১	২৯৫	১০.৯৮	০
শান্তিনগর	১০১৩৩৮৪৯৩	৩১৭০৪৫৮৩	৩১%	১২১	৫৮৬	৮.৭৩	১.০০
বেগুনবাড়ী	৬৩১৫৮৮১৬	১৫৫৭৯৪৮৮	২৫%	৮২	৩৯৬	৬.২১	০
ফাড়াবাড়ী	৫৯৩০৩২৫৮	৯৪৮৮৩৭৭	১৬%	৫৬	২৭৫	৮.৬৬	০
রুহিয়া	৬০৪১৮২৭২	১৪২২৯০৪৫	২৪%	৬০	২৯৬	১০.২৯	০
মোট	**৭৫৪,২০৬,৩৮৩**	**১৮৬,৩৯০,১১৯**	**০**	**৮৪৯**	**৪১০০**		

সারণি: ৩.৩ শাখাভিত্তিক LICHSP প্রকল্পের বিতরন, আদায়, মোট ঋণ স্থিতির মুনাফা এবং OTR তুলনামূলক তথ্য

শাখার নাম	মোট ঋণ বিতরণ	মোট ঋণ স্থিতি	LICHSP ঋণ বিতরণ	LICHSP ঋণ স্থিতি	আদায়	মুনাফা আদায়	LIC HSP OTR
কলেজপাড়া	২০৬৯১৯৯৮৮৯	৭৬৪১০৬৩০	৩৮৫৪০০০০	২৬৮৫২৬৩৮	১১৬৮৭৩৬২	৪২৫২৯১১	১০০%
আশ্রমপাড়া	১৮৪৭২৭৬৮০৯	১২২১০০১৬৬	৫১৯০০০০০	৪০০৭৬৪৮৩	১১৮২৩৫১৭	৬২৬০৫২৯	১০০%
সরকারপাড়া	৩৭৩৯৮৮৮২৯	৯১১৭৩৫১৬	২৮৯৪০০০০	১৯৬৬০৯৩১	৯২৭৯০৬৯	৪২৪২০৩৫	১০০%
গোবিন্দনগর	৬০৩,৫৯২,৬৯৫	১০৫২৬৭১৩৫	১৯২৯০০০০	১৩৯৩১৫৮৩	৫৩৫৮৪১৭	১৫২৩৫৫৯	১০০%
শিবগঞ্জ	৬৯২৩১০৫০০	৭৫০৩৬০৯৭	১৭৯০০০০০	১৪৮৬৬৯৯১	৩০৩৩০০৯	১৪০১৯৬৫	১০০%
শান্তিনগর	৬৯০০৬০৫০০	১০১৩৩৮৪৯৩	৪১৫৫০০০০	৩১৭০৪৫৮৩	৯৮৪৫৪১৭	৩৭২০৩০৬	৯৯%
বেগুনবাড়ী	১৩০৭০৩৯৯৫	৬৩১৫৮৮১৬	১৮৭৯০০০০	১৫৫৭৯৪৮৮	৩২১০৫১২	১১৭৭৯৯৬	১০০%
ফাড়াবাড়ী	৪৪৫৮৪০০০০	৫৯৩০৩২৫৮	১১৮২৩০০০	৯৪৮৮৩৭৭	২৩৩৪৬২৩	৬৭৭,১৩৪	১০০%
রুহিয়া	৫১৩২৫৩৫০০	৬০৪১৮২৭২	১৭৯৯০০০০	১৪২২৯০৪৫	৩৭৬০৯৫৫	১৩৯৪৩৮৭	১০০%
মোট	৭৩৬৬২২৬৭১৭	৭৫৪২০৬৩৮৩	২৪৬৭২৩০০০	১৮৬৩৯০১১৯	৬০৩৩২৮৮১	২৪৬৫০৮২২	১০০%

একনজরে LICHSP প্রকল্পের প্রাপ্তি সমূহ নিম্নরূপ

৩.১ সাধারণ পরামিতি

- প্রকল্প এলাকা: ঠাকুরগাঁও পৌরসভা ও পৌরসভার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ইউনিয়ন।
- শাখার সংখ্যা: ৯ (কলেজ পাড়া, আশ্রম পাড়া, সরকার পাড়া, গোবিন্দ নগর, শিবগঞ্জ, শান্তি নগর, বেগুনবাড়ি, ফাড়াবাড়ি, রুহিয়া)।
- ঋণগ্রহীতার সংখ্যা: ৮৪৯ জন।
- মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ৪১০০ সংখ্যা (প্রকৃত ভিত্তিতে)।
- মোট LICHSP ঋণ বিতরণ: ২৪৬৭২৩০০০ টাকা (মার্চ-২০২২ পর্যন্ত)।
- গড় ঋণের আকার: ২৯০৬০৪ টাকা। নিম্ন ও নিম্ন মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা যথাক্রমে ২১৬৯১৫ টাকা এবং ৩৩২৩৪৩ টাকা।
- নির্মাণের ধরন: সংস্কার ৪৯১ জন (সর্বোচ্চ), নতুন নির্মাণ ২৭১ জন এবং সম্প্রসারণ ৮৭ জন।
- নির্মাণের ধরন অনুসারে বিতরণ: সংস্কার ১২২২৯৩০০০ টাকা (সর্বোচ্চ), নতুন নির্মাণ ৯৪০০০০০০ টাকা এবং সম্প্রসারণ ৩০৪৩০০০০ টাকা।
- সর্বোচ্চ চাহিদা সংখ্যা: সংখ্যা অনুসারে সংস্কার-এর চাহিদা সব থেকে বেশি ৪৯১ জন।
- সর্বাধিক বিতরণ: পরিমাণ অনুসারে সংস্কার খাতে বিতরণ সর্বাধিক।
- নির্মাণকৃত ফ্লোরের গড় আয়তন: ১০৬০ বর্গফুট।
- একটি ঋণ বিতরণের গড় সময়কাল: ৪১ দিন।
- ঋণ প্রক্রিয়ার গড় সময়কাল: ১০ দিন।

৩.২ সামাজিক পরামিতি

- **নারী সদস্য:** ঋণ গ্রহিতার ৪৫% নারী।
- **পুরুষ সদস্য:** ঋণ গ্রহিতার ৫৫% পুরুষ।
- **সংখ্যালঘু অন্তর্ভুক্তি:** মোট ঋণ গ্রহিতার ২০% হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী।
- **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্তি:** ৪ জন হরিজন ৩ লক্ষ টাকা করে মোট ১২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।

- **উপজাতি জনগণ:** সহযোগী সংস্থা উপজাতিদের জন্য গৃহ ঋণের অনুমতি দিতে আগ্রহী হলেও মাঠ পর্যায়ে আগ্রহী সদস্য পাওয়া যায়নি।
- **হাউজিং লোনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা:** ৯৫% ঋণ গ্রহিতা নতুন সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে কলেজপাড়া শাখার আওতায় সর্বাধিক নতুন সদস্য (৯৭%) দেখা গিয়েছে। মোট বিতরণের ৯০% অর্থ নতুন সদস্যরা গ্রহণ করেছে।
- **সামাজিক উন্নয়ন:** ঋণ গ্রহিতার জীবনে কিছু অগণনীয় মূল্য যোগ করা হয় যেমন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্মান এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। উল্লেখ্য, সদস্যের মৃত্যুর পর ঋণ পরিশোধের জন্য বাড়ি বিক্রি করতে হয় না, সংস্থা হতে ডেথ রিস্ক ফান্ড (ডিআরএফ)-এর সহায়তায় তা পরিশোধ করা হয়।
- **অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া:** প্রতিকারের জন্য শাখা পর্যায়ে অভিযোগ খাতা রয়েছে। অভিযোগ নিরসনের জন্য জিআরএম ফোকাল পার্সন আছেন যারা কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
- **আয় বৃদ্ধি:** ভাল স্বাস্থ্য ও ভাল মনে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের নিরাপত্তার ভাবনা কমে গেছে। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমে গেছে। বাড়ির জায়গা কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ সেলাই ব্যবসা, প্রাইভেট পড়ানো এবং ছোট দোকান তৈরী করে কাজ করছেন। ফলে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৩ পরিবেশগত পরামিতি

- **নিষ্কাশন সুবিধা:** ৩০% সদস্য সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশন সুবিধা পায়।
- **জলের উৎস:** ১০০% টিউবওয়েল থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে।
- **স্যানিটেশন:** ১০০% সদস্য ভালো নিরাপদ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে।
- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:** ৪০% আবর্জনা পৌরসভার আবর্জনা ব্যবস্থাপনার আওতায় আছে। বাকি সদস্যরা নিজ দায়িত্বে ব্যবস্থাপনা করে থাকেন।
- **শব্দ দূষণ:** শুধুমাত্র ১৩% ঋণ গ্রহিতার আবাসন বাণিজ্যিক এলাকায় থাকলেও শব্দ দূষণের বিষয়ে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। বাকি ৮৭% সদস্য শব্দ দূষণমুক্ত পরিবেশে বসবাস করেন।
- **অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ:** এ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই, তবে বায়ু দূষণ রোধে উন্নত চুলা ও ভ্যান্টিলেশনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৩.৪ আইনগত পরামিতি

- **শিশু শ্রম:** শিশু শ্রমের কোনো রেকর্ড পরিলক্ষিত হয়নি।
- **জোর করে উচ্ছেদ:** জোর করে উচ্ছেদ করার কোনো রেকর্ড পরিলক্ষিত হয়নি।
- **পুনর্বাসন:** প্রভাবিত পুনর্বাসন পাওয়া যায়নি।
- **পরিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-এর ক্ষতি:** পরিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা কর্ম এলাকার নিকটে পাওয়া যায়নি।

বিশ্লেষণাত্ব শিখন

- কাঁচা, টিনশেড ও সেমি-পাকা বাড়ির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে পাকা বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- একটি শাখার আয় বৃদ্ধিতে এ প্রকল্পটি একটি সফল প্রকল্প।
- এ প্রকল্পের কারণে শুধু মাত্র ১ জন ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্য কাউকে অতিরিক্ত বেতন দিতে হয় না তাই এ প্রকল্পের কারণে শাখার ব্যয়ে তেমন কোন প্রভাব পড়ে না। অথচ শাখায় স্থিতি বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়ও অনেক বেড়ে যায়।

ঠাকুরগাঁও এলাকায় আবাসন ঋণ বাস্তবায়নের সার্বিক প্রভাব

বাড়ি একজন মানুষের আশ্রয় স্থল। একজন মানুষ ছেলেবেলা থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নানা সময়ে বাড়িতে অবস্থান করে। বড় হওয়ার প্রতিটি ধাপে বাড়ির সাথে জড়িয়ে থাকে নানা স্মৃতি। মানুষ সকালে কর্ম-সংস্থানের জন্য বাইরে গেলেও, বেলা শেষে সেই চিরচেনা বাড়িতে ফিরে আসে। সারাদিন কর্মব্যস্ততা শেষে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরকে একটু বিশ্রামের আশ্রয় দেয় এই বাড়ি। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ার ঠিকানা এই বাড়ি। ঝড়-বৃষ্টিতে নিরাপদ আশ্রয়ের স্থান। প্রচন্ড শীতের রাতে একটু উষ্ণতা মেলানোর স্থান এই বাড়ি। একটি বাড়ি একটি স্বপ্ন, এক জীবনের গল্পে গাঁথা। সেই গল্পে লুকিয়ে থাকে কত হাসি, কত কান্না, কত স্মৃতি, কত মায়া, তিলে তিলে জমানো টাকা আর জীবনের সঞ্চয় দিয়ে গড়ে ওঠা এই স্বপ্নের বাড়ি। একটি বাড়ি একজন মানুষের এক জীবনের স্মৃতি বহন করে। বাড়ির বাইরের কোলাহোলপূর্ণ পরিবেশ থেকে নিজেকে একটু নিরিবিলি মনোরম শান্তির খোঁজ দেয় এই বাড়ি। একটি বাড়ি একটি পরিবারের মিলন মেলা, সকলে একসাথে সেই বাড়িতে বসবাস করে। নিজের খেয়াল খুশিমতো থাকা-খাওয়া, পড়া ও সময় কাটানোর অনন্য স্থান এই বাড়ি। বাড়ি হোক দালানের বা কুঁড়ে ঘরের সবার কাছে নিজের বাড়ির মত শান্তির স্থান আর নেই। এই বিশাল পৃথিবীতে যার কেবলমাত্র নিশ্চিন্তে মাথা গুঁজিবার জন্য ছোট্ট এ বাড়ি নেই। সেই বুঝে একটি বাড়ির কদর।

ঠাকুরগাঁও পৌরসভা এলাকা তথা ঠাকুরগাঁও জোন এ ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ এর ফলে নতুন নতুন ইটের বাড়ি-ঘর নির্মাণ ও সংস্কারের ফলে ইটের ভাটায় এর প্রভাব পড়ে তথা অনেক বেশি ইট বিক্রি হয়। এছাড়া রড, সিমেন্ট, বালি, টিন ও নির্মাণ শ্রমিক এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মোটকথা আবাসনের সাথে জড়িত অনেকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় উন্নতি হয়। একথা বলা যায় যে, এ প্রকল্পের ফলে স্থানীয় অর্থনীতির দারুন প্রসার ঘটেছে। এ এলাকার আবাসন নির্মাণ কাজের ২৫-৩০ শতাংশ ব্যয় হয় শ্রমিকের মজুরিরর কাজে। ১০০ ভাগ নির্মাণ কাজ করে স্থানীয় রাজমিস্ত্রি ফলে স্থানীয় শ্রমিকরা বেশ লাভবান হয়েছে এবং তাদের কর্মসংস্থান হয়েছে। ঠাকুরগাঁও এলাকার ৪৯৪ জন ঋণ গ্রহিতাকে প্রশ্ন করা হয়েছে নতুন গৃহ নির্মাণের ফলে আপনাদের কোনো উপকার হয়েছে কিনা? এমন প্রশ্নের উত্তরে ৯৯.৫৬% হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন। আবার ০.৪৪% তথ্যদাতা না সূচক উত্তর প্রদান করেছেন। এ অধ্যায়ে ঠাকুরগাঁও এলাকায় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রমের ফলে ঋণ গ্রহিতার আর্থ-সামাজিক ও সার্বিক উন্নয়নের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বেনিফিশিয়ারি ফিডব্যাক সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্য

জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত

জীবন-জীবিকায় পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি

সুন্দর একটি বাড়ি একটি পরিবারের জীবন-জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে। ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও-এর স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে আবাসন ঋণ গ্রহণের ফলে সদস্যদের জীবন-জীবিকার মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আবাসন ঋণ গ্রহণ করে জীবন-জীবিকার কোন পরিবর্তনগুলো বেশি হয়েছে এমন প্রশ্নে প্রথম প্রতিক্রিয়াতে সদস্যরা সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯.৭৪% মান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উত্তর প্রদান করেছেন। এভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৬.১৪% সদস্য। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ২৯.৩৯% সদস্য। নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ১২.৭২% সদস্য। মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৩২.০২% সদস্য। উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ০.০০% সদস্য। অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ০.০০% সদস্য। নিম্নের সারণিতে জীবন-জীবিকার পরিবর্তন দেখানো হলো-

সারণি: জীবন-জীবিকার পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি

ধরন	১ম উত্তর	২য় উত্তর	৩য় উত্তর	৪র্থ উত্তর	৫ম উত্তর
শিক্ষা	১৯.৭৪%	৮.০৫%	৭.৭৩%	১৮.২৮%	৩৮.১৯%
স্বাস্থ্য	৬.১৪%	৪৭.১৩%	৯.২৮%	২১.৫১%	১৮.৭৫%
সামাজিক মর্যাদা	২৯.৩৯%	২০.৬৯%	৩৫.৫৭%	২৯.০৩%	৯.০৩%
নিরাপত্তা	১২.৭২%	৬.৯০%	১৮.৫৬%	২.১৫%	১৮.০৬%
মানসিক শান্তি	৩২.০২%	১৭.২৪%	২৮.৮৭%	২৫.৮১%	১৪.৫৮%
উপার্জন বৃদ্ধি	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১.০৮%	০.০০%
অন্যান্য	০.০০%	০.০০%	০.০০%	২.১৫%	১.৩৯%
কোন উত্তর প্রদান করেন নি	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের ও পরের বাড়ির অবস্থা

ঠাকুরগাঁও এলাকার আবাসন ঋণ গ্রহিতাদের এ ঋণ গ্রহণের ফলে বাড়ির অবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। ঠাকুরগাঁও এলাকার ৪৯৪ জন ঋণ গ্রহিতার সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নিম্নের সারণী ও চিত্র তৈরী করা হয়েছে। ঋণ গ্রহিতাদের আগে কাঁচা বাড়ি ছিল ৪৪% আর ঋণ গ্রহণের পরে কাঁচা বাড়ি ১% এ হ্রাস পেয়েছে। আবার ঋণ গ্রহণের আগে যেখানে পাকা বাড়ি ছিল ৮% সদস্যের, সেখানে ঋণ গ্রহণের পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫% এ উন্নীত হয়। ঠিক একইভাবে ঋণ গ্রহণের আগে যেখানে টিন সেড (জিআই) এর হার ছিল ৮% তা ঋণ গ্রহণের পরে ০% এ দাঁড়ায়। আবার ঋণ গ্রহণের আগে সেমি পাকা বাড়ি ছিল ৩৯% সদস্যের ঋণ গ্রহণের পরে তা ৩৪% এ দাঁড়ায়। বাড়ির অবকাঠামোগত তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ঠাকুরগাঁও এলাকার ঋণ গ্রহিতাদের বাড়ির অবস্থা পরিবর্তনে এ ঋণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। নিম্নের সারণি ও চিত্রে আবাসন ঋণ গ্রহণের ফলে বাড়ির আগের ও পরের অবস্থা দেখানো হলো-

সারণি: আবাসন ঋণ গ্রহণের ফলে বাড়ির আগের ও পরের অবস্থা

বাড়ির ধরন	আগের অবস্থা %	পরের অবস্থা %
কাঁচা বাড়ি	৪৪	১
পাকা বাড়ি	৮	৬৫
সেমি পাকা	৩৯	৩৪
টিনশেড	৯	০
সর্বমোট	১০০%	১০০%

চিত্র: আবাসন ঋণ গ্রহণের ফলে বাড়ির আগের ও পরের অবস্থা

আবাসন ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য

ঠাকুরগাঁও এলাকায় আবাসন ঋণ গ্রহণকারীদের ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য বাড়ির সংস্কার এমন হার ৩৪%। বাড়ির সম্প্রসারণে ঋণ গ্রহণ করেন ২০% ঋণ গ্রহিতা এবং ৪৬% ঋণ গ্রহিতা নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন। ঠাকুরগাঁও এলাকার আবাসন ঋণ গ্রহণকারীরা নতুন বাড়ি বেশি নির্মাণ করেন। নিম্নের চিত্রে আবাসন ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো-

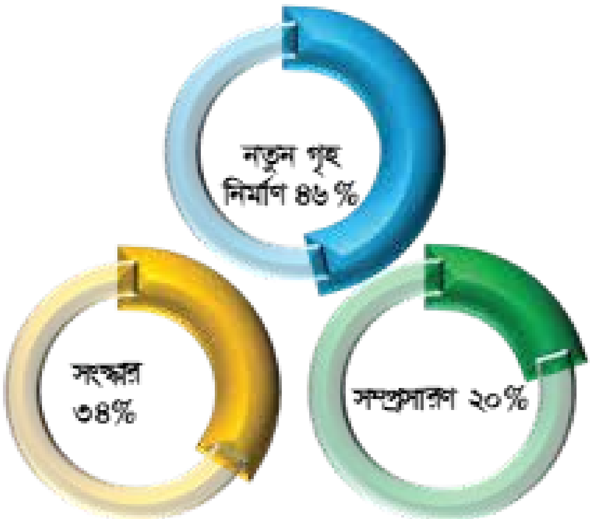

চিত্র: আবাসন ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য

শিক্ষা সংক্রান্ত

গৃহ নির্মাণের ফলে পড়ালেখায় প্রভাব

ইএসডিও কর্তৃক ঠাকুরগাঁও এলাকায় আবাসন ঋণ এর মাধ্যমে সদস্যদের বাড়ি-ঘরের উন্নয়নের ফলে পরিবারের সদস্যদের পড়ালেখার উন্নয়নে ভাল প্রভাব ফেলেছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৯৬.১০% সদস্য। এছাড়া ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা ঘর তৈরী করেছেন ৭৯.৫০% সদস্য, সন্তানদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৮.২০% সদস্যের। নিম্নের সারণিতে নতুন বাড়ির ফলে পড়ালেখার প্রভাবের বিস্তারিত চিত্র ফুটে উঠেছে-

সারণি: গৃহ নির্মাণের ফলে পড়ালেখায় প্রভাব

প্রশ্ন	হ্যাঁ সূচক মতামত	না সূচক মতামত	সর্বমোট
গৃহ নির্মাণের ফলে সন্তানদের পড়ালেখার জন্য উন্নত পরিবেশ পাচ্ছে কিনা?	৯৬.১০%	৩.৯০%	১০০%
গৃহ নির্মাণের ফলে বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য ঘর আলাদা হয়েছে কিনা?	৭৯.৫০%	২০.৫০%	১০০%
গৃহ নির্মাণের ফলে সন্তানরা লেখাপড়ায় অধিক সময় দিচ্ছে কিনা/মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	৭৮.২০%	২১.৮০%	১০০%

উপার্জন সংক্রান্ত

উপার্জন বৃদ্ধি ও ক্ষেত্র

ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাড়ির উন্নয়নের ফলে ঋণগ্রহিতাদের উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন ১১.৩৫% সদস্য। না সূচক উত্তর দিয়েছেন ৮৮.৬৫% সদস্য। উপার্জনের নতুন কোনো খাত সৃষ্টি হয়েছে কিনা ? এমন প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন ৯.২০% সদস্য। আবার না সূচক মতামত প্রদান করেছেন ৯০.৮০% সদস্য। সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা? এমন প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক মতামত প্রদান করেছেন ২৫.৭৬% সদস্য। আবার না সূচক মতামত প্রদান করেছেন ৭৪.২৪% সদস্য। নিম্নের সারণিতে উপার্জন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হলো-

সারণি: উপার্জন সংক্রান্ত

প্রশ্ন	হ্যাঁ সূচক মতামত	না সূচক মতামত	সর্বমোট
উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা	১১.৩৫%	৮৮.৬৫%	১০০%
উপার্জনের নতুন কোনো খাত সৃষ্টি হয়েছে কিনা ?	৯.২০%	৯০.৮০%	১০০%
সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	২৫.৭৬%	৭৪.২৪%	১০০%

সামাজিক মর্যাদা সংক্রান্ত

নতুন বাড়ি নির্মাণের ফলে সদস্যদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা? এমন প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক মতামত প্রদান করেছেন ৯৯.১০% সদস্য। আবার না সূচক মতামত প্রদান করেছেন ০.৯০% সদস্য। যা নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হলো-

সারণি: সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি

প্রশ্ন	হ্যাঁ সূচক মতামত	না সূচক মতামত	সর্বমোট
আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	৯৯.১০%	০.৯০%	১০০%

আবাসনের পরিবর্তনে সামাজিক মর্যাদার প্রভাব

ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সমাজিক মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। ৪৯৪ জন তথ্যদাতা সদস্যের মধ্যে প্রতিবেশীরা ভালোভাবে মূল্যায়ন করছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৭৪.০১% সদস্য, সামাজিক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.৭০% সদস্যের। সন্তানের বিবাহের বিষয়ে অপর পক্ষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.৪১% সদস্যের। নিম্নের চিত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো-

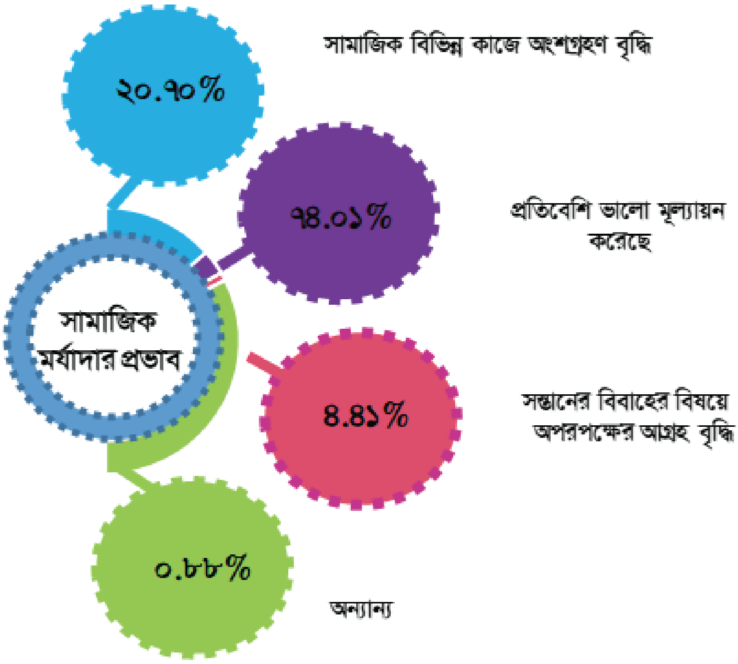

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পরিমান

ঠাকুরগাঁও এলাকায় নতুন আবাসনের ফলে সামাজিক মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৩.১০% সদস্য। মোটামুটি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৯৬.৫০% সদস্য। সমাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি এমন কেউ জানাননি। মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন উত্তর প্রদান করেননি ০.৪০% তথ্যদাতা সদস্য। যা নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হলো-

সারণি: সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পরিমান

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্র	পরিমান
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে	৩.১০%
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	৯৬.৫০%
বৃদ্ধি পায়নি	০%
কোনো উত্তর নেই	০.৪০%
সর্বমোট	১০০%

মানসিক প্রশান্তি সংক্রান্ত

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ইএসডিও এর স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ প্রকল্প হতে ঠাকুরগাঁও এলাকার সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করে বাড়ি নির্মাণ ও সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করেন। সদস্যদের বাড়ি নির্মাণের ফলে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা? এমন প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ সূচক মতামত প্রদান করেছেন ৯৫.৬৩% সদস্য। আবার না সূচক মতামত প্রদান করেছেন ৪.৩৭% সদস্য। সত্যিই একটি সুন্দর বাড়ি একটি পরিবারকে মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে। নিম্নের চিত্রে মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্র তুলে ধরা হলো-

চিত্র: মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্র

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

নতুন গৃহ নির্মাণের পরে সদস্যদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা পূর্বাপেক্ষা সদস্যদের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে কিনা? এমন প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক মতামত প্রদান করেছেন ৯৭.৮০%। না সূচক মতামত প্রদান করেছেন ২.২০% সদস্য।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

ইএসডিও কর্তৃক স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসিক ঋণ এর মাধ্যমে নির্মিত নতুন বাড়ির ফলে বাড়ির আলোবাতাসের পর্যাপ্ততার সুবিধা লাভ করেছেন ৯৬.৪৮% সদস্য। আবার রান্নাঘরে ধোয়া থেকে মুক্তি পেয়েছে ২.১১% সদস্য। স্যাতস্যাতে অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে ০.০০% নতুন বাড়ি নির্মাতা। নতুন সুন্দর বাড়িতে প্রশান্তিতে ঘুমান এমন তথ্য প্রদান করেছেন ১.৪১% তথ্যদাতা। নিম্নের সারণিতে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হলো-

সারণি: নতুন আবাসনের ফলে সুবিধাসমূহ

সুবিধাসমূহ	পরিমাণ (%)
আলোবাতাসের পর্যাপ্ততা	৯৬.৪৮%
রান্নাঘরে ধোয়া থেকে মুক্তি	২.১১%
স্যাতস্যাতে অবস্থা থেকে মুক্তি	০.০০%
প্রশান্তির ঘুম	১.৪১%
অন্যান্য	০.০০%
সর্বমোট	১০০%

গৃহ নির্মাণের ফলে স্বাস্থ্যগত সুবিধাগুলোর প্রবৃদ্ধির হার

ঠাকুরগাঁও এলাকায় পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ কার্যক্রমের ফলে ঋণ গ্রহিতার বাড়ি সংস্কার ও নতুন ঘর নির্মাণের মাধ্যমে সদস্যদের স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪৯৪ জন তথ্যদাতার মধ্যে মানসম্মত টয়লেটের উন্নয়ন হয়েছে এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৬২.১% সদস্য, বিশুদ্ধ পানির সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৭% সদস্যের, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে ১৭.৪% সদস্যের। এভাবে ড্রেনেজ সুবিধা বৃদ্ধি, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, রোগ বালাই কম হওয়া ও ঔষধ কেনা কমে গেছে অনেক সদস্যের। যা নিম্নের সারণি ও চিত্রে তুলে ধরা হলো-

সারণি: নতুন গৃহ নির্মাণের ফলে স্বাস্থ্যগত সুবিধা

স্বাস্থ্যগত সুবিধা	পরিমাণ %
ড্রেনেজ	০.০%
মানসম্মত টয়লেট	৬২.১%
বিশুদ্ধ পানি	১৪.৭%
রোগ-বালাই কম হওয়া	১.৮%
আবর্জনা ব্যবস্থাপনা	০.০%
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ	১৭.৪%
স্বাস্থ্যের উন্নতি	২.৭%
ঔষধ কেনা কমে গেছে	১.৩%
অন্যান্য	০.০%
সর্বমোট	১০০%

করোনার প্রভাব

ঋণ গ্রহিতার পরিবার করোনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা ? এমন প্রশ্নে হ্যাঁ সূচক মতামত প্রদান করেছেন ৬৯.১৩% সদস্য। আবার না সূচক মতামত প্রদান করেছেন ৩০.৮৭% সদস্য। করোনার কারণে সদস্যগণ কিস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন গড়ে ১.৮ মাস। .০৭% পরিবার করোন-ায় আক্রান্ত হয়েছিল। গড়ে ১.৩৬ জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল।

করোনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ

বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে সারা বিশ্বের জনসাধারণের ন্যায় ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও এর আবাসন ঋণগ্রহণকারী সদস্যগণও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। ৪৯৪ জন তথ্যদাতার মধ্যে করোনার কারণে আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৪.৪% সদস্য। মোটামুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৯৪.৩% সদস্য, সামান্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ১.৩% সদস্য। নিম্নের চিত্রে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো-

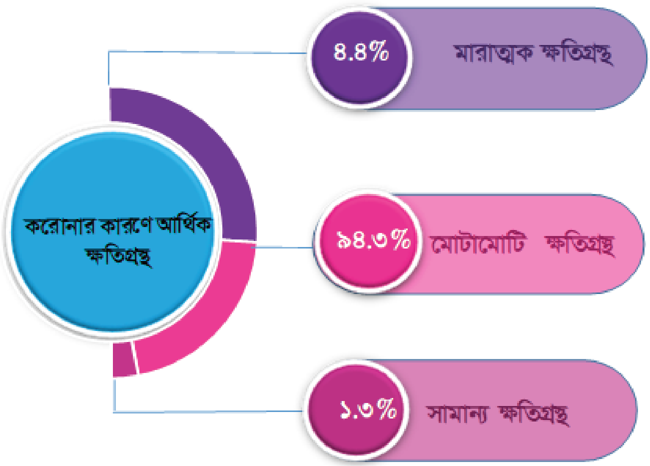

করোনাকালীন সময়ে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ধরন

করোনাকালীন সময়ে ঠাকুরগাঁও এলাকার স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ গ্রহিতাদের মধ্যে ৮২.৮০% ঋণগ্রহিতা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ছাড়া চাকুরি হারিয়েছে ০.৬৪% সদস্য। বেতন কর্তন হয়েছে ১১.৪৬% তথ্যদাতার। নিম্নের সারণিতে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো-

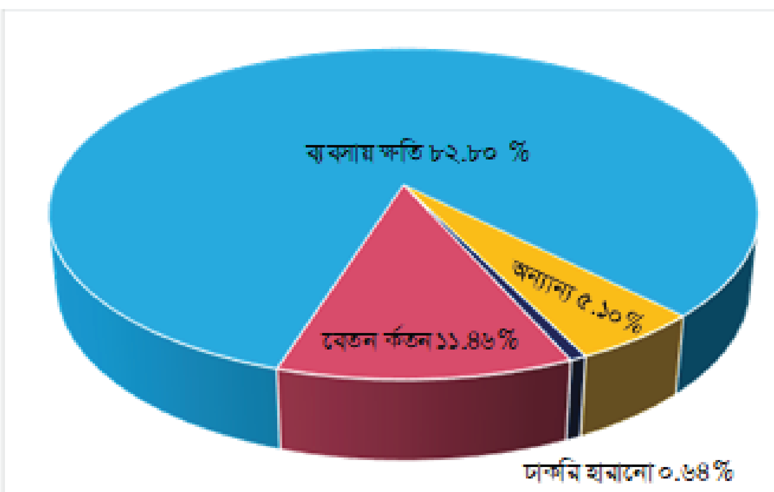

চিত্র: করোনাকালীন সময়ে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ

করোনাকালীন সময়ে কিস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন

করোনাকালীন সময়ে ঠাকুরগাঁও এলাকার স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ গ্রহিতাদের মধ্যে কিস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৬৪% সদস্য। তাদের মধ্যে ১ মাস কিস্তি দিতে পারেননি ৩৬% সদস্য। ২ মাস কিস্তি দিতে পারেননি ৫৪% সদস্য। ৩মাস-৬ মাস কিস্তি দিতে পারেননি ১০% সদস্য। নিম্নের চিত্রে এ বিষয়টি তুলে ধরা হলো-

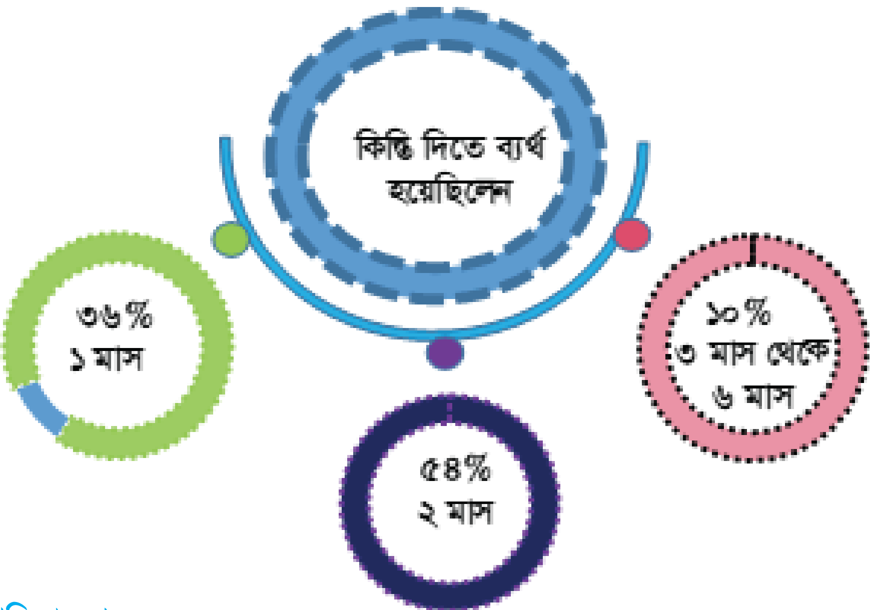

ঋণ গ্রহিতার প্রসঙ্গ

ঋণ গ্রহিতার বয়সসীমা

ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও কর্তৃক স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ২০-৩০ বছর বয়সী ঋণ গ্রহিতার বয়স ১৪%। ৩১-৪০ বছর বয়সী ঋণ গ্রহিতার বয়স ৩৫%। ৪১-৫০ বছর বয়সী ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা ৩৪%। ৫১-৬০ এর অধিক বছর বয়সী ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা ১৭%। নিম্নের চিত্রে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো-

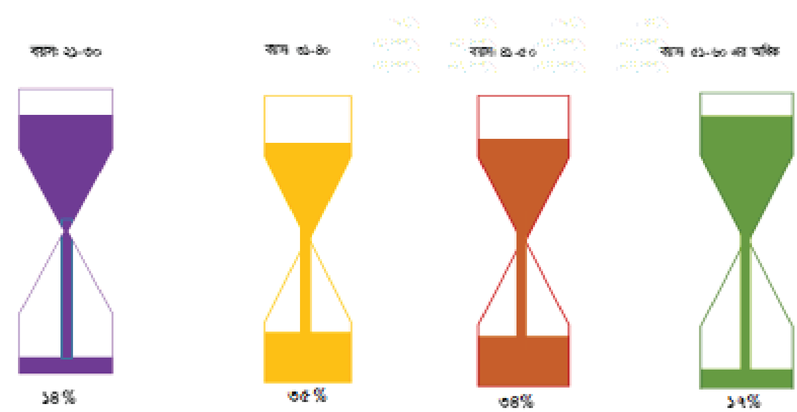

চিত্র: ঋণ গ্রহিতার বয়সসীমা

খানা সদস্যের মাসিক গড় আয়

ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও কর্তৃক স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ১০-২০ হাজার টাকা আয় করেন ১৪% ঋণ গ্রহিতা। ২১-৩০ হাজার টাকা আয় করেন ৩১% ঋণ গ্রহিতা। ৩১-৪০ হাজার টাকা আয় করেন ৪০% ঋণ গ্রহিতা। আবার ৪১-৪৮ হাজার টাকা আয় করেন ১৫% ঋণ গ্রহিতা। নিম্নের চিত্রে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো-

চিত্র: খানা সদস্যের মাসিক গড় আয়

ঋণ গ্রহিতার পরিবারের সদস্যের প্রধান পেশা

ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও কর্তৃক স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ঋণ গ্রহিতার পরিবারের সদস্যের প্রধান পেশা ব্যবসা ৪৫%। কৃষি ১০% এবং চাকুরি ৭%। এছাড়া অন্যান্য পেশা ৩৮%। নিম্নের চিত্রে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো-

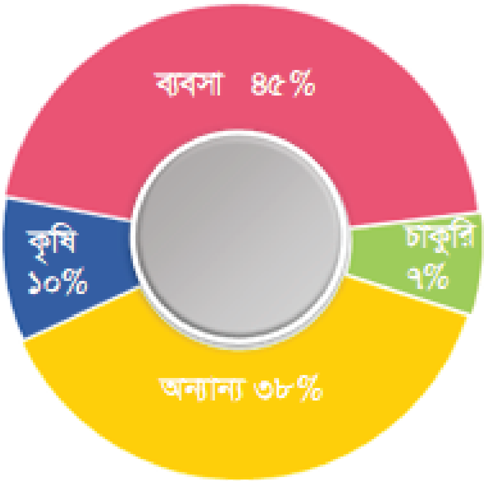

চিত্র: ঋণ গ্রহিতার পরিবারের সদস্যের প্রধান পেশা

ঋণ বহির্ভূত টাকার প্রধান উৎস

ঠাকুরগাঁও এলাকায় আবাসন ঋণ গ্রহণকারীদের বাড়ি নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ গ্রহণের বাইরেও যে টাকার প্রয়োজন হয় তার উৎস সঞ্চয় এমন তথ্য প্রদান করেছেন ৫৪% সদস্য। চাকুরি হতে আয় এমন তথ্য প্রদান করেছেন ২০% সদস্য। কৃষি ও গবাদি পশু বিক্রি থেকে ১৯% সদস্য অর্থ সংগ্রহ করেন। ব্যবসা করে ৬% সদস্য অর্থ সংগ্রহ করেন। ড্রাইভিং ও রাজমিস্ত্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেন ১% সদস্য। যা নিম্নের চিত্রে তুলে ধরা হলো-

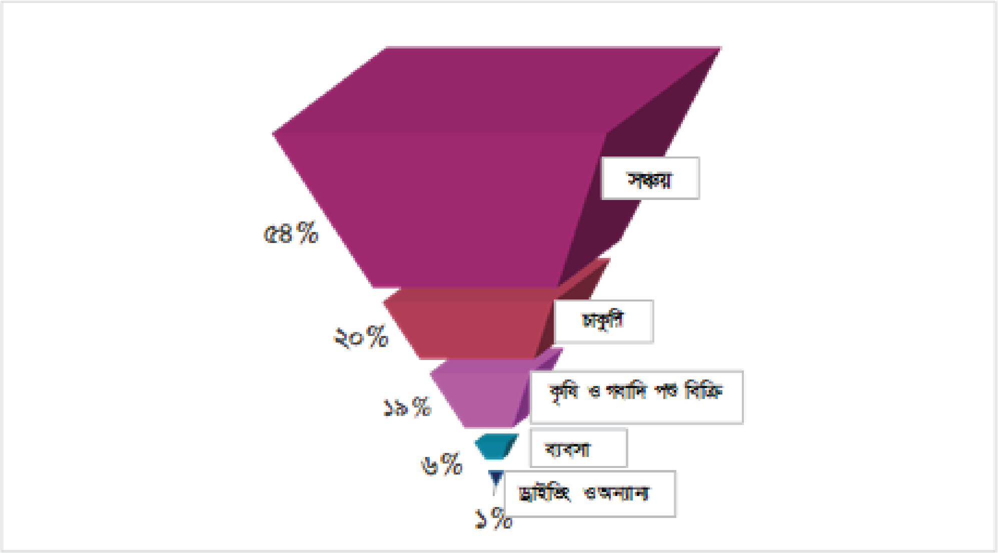

চিত্র: ঋণ বহির্ভূত টাকার প্রধান উৎস

কেস স্টাডি-১

শাহা আলম এর স্বপ্নের বাড়ি

শাহা আলম ঠাকুরগাঁও পৌরসভার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের মাদারগঞ্জ এলাকায় বাবার পৈত্রিক জমিতে টিন ও বাশের বেড়ার তৈরী বাড়িতে বসবাস করতেন। বাবার মৃত্যুর পর ২ টি গরুর দুধ বিক্রি করে সংসার চলত। বিয়ের পর ২০১৫ সালে তিনি ইএসডিও-এর সদস্য হন। বর্তমানে তার ৩ ছেলে। তিনি স্ত্রীসহ মোট পরিবারের ৫ সদস্য নিয়ে বসবাস করেন। তার স্ত্রী সংসারের দেখাশুনা ও গরু-ছাগল পালন করেন। ইএসডিও থেকে ঋণ নিয়ে গরুর খামার করে, দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে চলতো তার ছোট্ট সংসার। দুধের ব্যবসা করেই স্বাবলম্বী হয়েছেন শাহা আলম। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে ইএসডিও-এর কর্মী তাপস কুমার রায়ের কাছে ঘর নির্মাণের জন্য আবাসন ঋণ সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি তাপস কুমারের সহযোগিতায় ২২.০৮.২০১৯ সালে ৪ লক্ষ টাকা আবাসন ঋণ নিয়ে আগের ঘর ভেঙ্গে ১ টি বাথরুমসহ ৩ কক্ষের একটি বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শাহা আলমের এই ইটের বাড়ির প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে তার স্বপ্ন। নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে আসার অক্লান্ত পরিশ্রমের গল্প। শাহা আলমের এ স্বপ্ন পূরণে বন্ধুর মতো পাশে থেকেছে ইএসডিও আবাসন প্রকল্প। বর্তমানে শাহা আলমের বড়ছেলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে, দ্বিতীয় ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে শাহা আলম জানান, “ইএসডিও-এর সহযোগিতা কখনো ভোলার মত না, আমার জীবনমান উন্নয়নে ইএসডিও-এর ভূমিকা অপরিসীম।” স্বল্প আয়ের মানুষের সুখের ঠিকানা তৈরীতে কাজ করছে ইএসডিও, সত্যিই তা প্রশংসার দাবি রাখে। পিকেএসএফ এর সহায়তায় স্বল্প আয়ের মানুষের স্বপ্নের একটি বাড়ি তৈরীতে আর্থিক ঋণ সহায়তা করছে ইএসডিও।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-২

চান মিয়া এর স্বপ্নপূরণে ইএসডিও

ঠাকুরগাঁও পৌরসভার সাকোয়া ইউনিয়ন এলাকায় পৈত্রিক বাড়িতে বসবাস করতেন চান মিয়া। ২০০৯ সালে তিনি ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে মিটার রিডিংয়ে চাকুরী পান। তিনি বেতনের জমানো টাকা ও ইএসডিও এর ঋণ সহযোগিতায় নিশ্চিন্তপুর এলাকায় ৪ শতক জমি ক্রয় করেন। সেখানে টিনের বাড়ি তৈরী করে ২ মেয়ে ও স্ত্রীসহ বসবাস শুরু করেন। ২ মেয়ের পড়াশুনার খরচ ও সংসার চালানোর পর দালান বাড়ি তৈরীর কথা কল্পনাও করেননি তিনি। একদিন মাঠকর্মী লিপি রাণীর কাছে ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর থেকে দালান বাড়ির স্বপ্ন দেখেন। নিজের জমানো টাকা দিয়ে বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। তিনি ০৪.০৮.২০১৯ সালে ইএসডিও থেকে ৩ লক্ষ টাকা আবাসন ঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকা দিয়ে বাড়ির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। এ বাড়ির প্রতিটি ইট যেন চান মিয়ার স্বপ্নের গাঁথুনি। চান মিয়ার বড় মেয়ে নার্সিং বিষয়ে পড়াশুনা করছে। আর ছোট মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। ইএসডিও, আবাসন ঋণ সহায়তার হাত না বাড়িয়ে দিলে ছোট্ট চাকুরি করে ইটের বাড়ি বানানো হতো না চান মিয়ার। আবসন ঋণের মাধ্যমে স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পেরে চান মিয়া ইএসডিও-এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৩

রণজিত দত্তের সুখের ঠিকানা

রনজিত দত্ত এর পিতা কমলা দত্ত। তিনি ঠাকুরগাঁও শহরে খুব ছোট বেলায় আসেন। তিনি একটি স্বর্ণের দোকানে কারিগরের কাজ করেন। তিনি চম্পা রানী দত্তকে বিয়ে করেন। ঠাকুরগাঁও শহরে নিজস্ব বাড়ি না থাকায় তিনি চম্পাকে নিয়ে ভাড়া বাসায় দীর্ঘ ২০ বছর অতিবাহিত করেন। তিনি ভাবেন ছেলেরা বড় হচ্ছে তাই তাদের আলাদা ঘরের প্রয়োজন। তিনি দীর্ঘ দিনের অল্প অল্প করে জমানো টাকা ও ইএসডিও এর ঋণ সহায়তায় একটি জমি ক্রয় করেন। জায়গা ক্রয় করে একেবারেই হাত খালি হয়ে যায় বাড়ি বানানোর টাকা কোথায় পাবে এ চিন্তায় পেরেশান হয়ে যায়। আর ভাড়া বাড়িতে থাকাও সম্ভব নয় নিজেকে খুব অসহায় বোধ করতে থাকেন। আর তখনি ইএসডিও এর সদস্য লতা আগরওয়ালার কাছে ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ সম্পর্কে জানতে পারেন। অতপর তিনি ইমু ইকো মহিলা সমিতিতে মাঠ অফিসার ইসমেতারার সাথে দেখা করেন এবং আবাসন ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত শোনেন এবং ভেবে দেখেন ইএসডিও একমাত্র তার স্বপ্ন পূরণের অবলম্বন। তিনি ১০/১০/২০২০ তারিখে ৪ লক্ষ টাকা আবাসন ঋণ গ্রহণ করেন। তা দিয়ে সুখের ঠিকানা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। তার ঘরের প্রতিটি ইট যেন এক একটি স্বপ্ন। তার বড় ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছেলে স্কুলে পড়াশোনা করছে। রনজিত জানান, ইএসডিও-এর আবাসন ঋণের ফলে তার স্বপ্নের বাড়ি বানানো সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন,"ইএসডিও আমার স্বপ্ন পূরণ করলো, তাই ইএসডিও এর সকলের জন্য রইলো দোয়া।"

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৪

বিউটি বেগম পেয়েছে শান্তির নীড়

বিউটি বেগম ঠাকুরগাঁও পৌরসভার ঠাকুরগাঁও শহরে বসবাস করেন। স্বামী রেজাউল করিম ও দুই সন্তান নিয়ে তার পরিবার। তাঁর স্বামী ভাতের হোটেল চালিয়ে সংসার চালান। বিউটি বেগম স্বপরিবারে ভাড়া বাসায় থাকেন। সন্তানের পড়াশোনার খরচ ও সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাদের। বিউটি বেগমের স্বামী গ্রামের জমি বিক্রি করে ঠাকুরগাঁও শহরের গোয়াল পাড়ায় ৪ শতক জমি ক্রয় করেন। কিন্তু বাড়ি করবেন সে সম্বল তার নেই। তিনি খবর পান ইএসডিও গৃহ নির্মাণের জন্য আবাসন ঋণ প্রদান করে। তিনি ও তার স্বামী দুজনে মিলে ইএসডিও সরকার পাড়া শাখায় যোগাযোগ করেন। তারা আবাসন ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে গৃহ নির্মাণের জন্য ২০/৬/২০২১ তারিখে ৫ লক্ষ টাকা আবাসন ঋণ গ্রহণ করেন। তাদের স্বপ্নের বাড়ি তৈরী হলো ইএসডিও-এর আবাসন ঋণের টাকায়। তিনি বলেন, “ইএসডিও কর্তৃপক্ষ আমাকে ঘর নির্মাণে যে সহযোগিতা করেছে এজন্য আমি তাদের জন্য কিছু করতে পারি না পারি তাদের জন্য এ দোয়া করি যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালো করে।” তিনি আরো বলেন, ইএসডিও এর সহযোগিতায় আমার মেয়ে দুটিকে ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছি। তিনি বর্তমানেও ইএসডিও এর সদস্য হিসেবে আছেন।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৫

মোঃ সফিকুল ইসলাম এর মনের আশা পূরণ

মোঃ সফিকুল ইসলাম এর পিতা মোঃ পিয়ার আলী। তিনি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের মাদারগঞ্জ গ্রামে বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন বীজ ব্যবসায়ী। তিনি ২০১৫ সালে মোছাঃ সুমি আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তাদের জীবন কষ্টে অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়। তার তিন মেয়ে ও এক ছেলে। বীজ ব্যবসা করে কোন মতে তার সংসার চলছে কিন্তু একটা ভালো মানের বাড়ি বানানোর মতো তেমন টাকা পয়সা তার ছিল না। এদিকে মেয়েগুলোও বড় হতে থাকে তাদের বিয়েতেও অনেক খরচ করতে হয়েছে, সব মিলিয়ে তিনি নানান দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ির কাজ শুরু করে টাকার অভাবে আর কাজ করতে পারছিলেন না। একদিন পাশের বাড়ির হাসু মিয়ার কাছে তিনি ইএসডিও সম্পর্কে জানতে পারেন যে, ইএসডিও আবাসন ঋণ প্রদান করছে। অতপর তিনি ইএসডিও এর কর্মকর্তাদের কাছে পুরো বিষয়ে জেনে শুনে ১/১২/২০২০ তারিখে ৪,০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকায় সংস্থার প্রকৌশলীর দিক নির্দেশনায় বাড়ি তৈরী করেন। আবাসন ঋণের আগে অন্য ঋণ নিয়ে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়াও করিয়েছেন। মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়েও দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি যখন অনেক দুশ্চিন্তায় ও আর্থিক অনটনে ছিলাম ঠিক সেই সময়ে ইএসডিও আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। এ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আমার সন্তানরা আজ অনেক ভাল জীবন-যাপন করছে এবং আমি একটি সুন্দর বাড়ি করতে পেরেছি।" তিনি ইএসডিও-এর এত উপকারে অনেক খুশি, তিনি ইএসডিও-এর সফলতা কামনা করেন এবং ইএসডিও'র সাথে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৬

ওসমান আলী পেল তার সুখের ঠিকানা

মো.ওসমান আলী এর স্ত্রী আকলিমা বেগম। তিনি ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের মাদারগঞ্জ গ্রামে বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন পানের দোকানদার। তিনি ১৯৯৩ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পরে তাদের জীবন খুব কষ্টে অতিবাহিত হয়। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। মাসে তিনি যা আয় করেন তা দিয়ে কোন রকম সংসার চলে। একটি নিজের মনের মতো একটি বাড়ি করার তার অনেক দিনের আশা। কিন্তু একটি বাড়ি করার জন্য অনেক টাকা দরকার কিন্তু সে টাকা তো আর জমানো নেই। এ সময় তিনি পাশের বাড়ির আনোয়ার হোসেন এর কাছে ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি ইএসডিও এর মাঠ কর্মী মোঃ মকলেছুর রহমানের সাথে দেখা করে লোন সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি ২০২০ সালে ছাগল ও গরু পালনের জন্য ৫০,০০০ টাকা ঋণ নেন। এভাবে ক্রমে নানা চরাই উৎরাই পেরিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তারা পরিবারের চার জন মিলে টিনের চালার কাচা একটি ঘরে খুব কষ্টে বসবাস করতেন। তিনি বাড়ি করার উদ্দেশ্যে ইএসডিও-এর কাছ থেকে ৯/১/২০২২ তারিখে ৩,০০০০০ টাকা আবাসন ঋণ গ্রহণ করেন। যা দিয়ে সুন্দরভাবে থাকার মতো একটি বাড়ি তৈরী করেন। বাড়ির সাথে একটি ঘরে দোকানের ব্যবস্থা করেন যাতে তার স্ত্রী দোকান করেন। তিনি বলেন, "আমার যে আয় হয় তা দিয়ে একটি বাড়ি তৈরী করা তো দূরের কথা ঠিকমত চলতেই পারিনা সেখানে ইএসডিও আমাকে মোটা অংকের ঋণ দিয়ে অনেক বড় উপকার করেছে, যা দিয়ে আমি থাকার মত একটি বাড়ি তৈরী করেছি। এ জন্য আমি ইএসডিও-এর প্রতি কৃতজ্ঞ।" সত্যিই নিম্ন আয়ের মানুষের স্বপ্নের একটি বাড়ি তৈরীর জন্য আবাসন ঋণ অনেক বড় আর্শীবাদ স্বরূপ। ওসমান আলীর মত অনেকের নিজের মনের মত একটি বাড়ি তৈরীতে সহায়তা করেছে ইএসডিও। ওসমান আলীর নতুন বাড়িতে তার ছেলে ও মেয়ে ভাল পরিবেশ পেয়ে পড়ালেখায় মনোযোগী হয়েছে। ছেলে বর্তমানে কলেজে পড়াশুনা করছে আর মেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৭

হামিদা বেগম এর সাধের বাড়ি তৈরীর কাহিনী

হামিদা বেগম পেশায় একজন এনজিও কর্মী। তিনি ঠাকুরগাঁও পৌরসভার অন্তর্গত শান্তিনগর এলাকায় বসবাস করেন। সেখানে তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। তার পরিবারের তিনজন সন্তান, মা ও বাবাসহ থাকেন। ভাড়া বাসায় থাকা এ উর্দ্ধগতির বাজারে অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন একটি বাড়ি তৈরী করার। কিন্তু একটি বাড়ি করার জন্য যত টাকা প্রয়োজন তা তার কাছে নাই। এমতাবস্থায় তিনি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। নিজের জমানো টাকা দিয়ে বাড়ি বানানোর কাজ শুরুও করেন। তিনি বন্ধুর কাছে ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। তাই তিনি ইএসডিও এর শরণাপন্ন হন। তিনি ইএসডিও থেকে ৮/১১/২০২০ তারিখে ৪,০০০০০ টাকা আবাসন ঋণ গ্রহণ করেন। তা দিয়ে সাধের বাড়ির অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন। তিনি বলেন, "ইএসডিও-এর আবাসন ঋণ সহায়তা না পেলে আমার সাধের বাড়ির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না।" তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজ বাসায় শান্তিতে বসবাস করতে পারায় ইএসডিও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তার সন্তানরা নতুন স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে পড়াশোনায় বেশ আগ্রহী হয়েছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৮

নূর নাহার বেগমের বাড়ি তৈরীতে সহযোগিতা করল ইএসডিও

নূর নাহার বেগম ঠাকুরগাও পৌরসভার অন্তর্গত কলেজ পাড়ায় বসবাস করেন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট পাঁচজন। তাদের ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার খরচ চালাতে তিনি হিমশিম খান। তিনি তার বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করেন কিন্তু কাজ শেষ করতে পারছিলেন না টাকার অভাবে। হঠাৎ একদিন তার প্রতিবেশির মাধ্যমে জানতে পারেন ইএসডিও বাড়ি বানানো ও সংস্কারের জন্য টাকা ঋণ দেয়। তিনি তার স্বপ্নপূরণের জন্য ইএসডিও কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে ২৪/৯/২০১৯ তারিখে ৪০০০০০ টাকা আবাসন ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি ইএসডিও এর ইঞ্জিনিয়ার ও আবাসন ঋণ কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহায়তায় সেখানে বাসার বাকি অংশের কাজ করেন। ইএসডিও এভাবে অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারকে সহায়তা করে যাচ্ছে। অনেক মানুষকে নিজের মতো করে একটি বাড়ি বানানোর স্বপ্ন পূরণ করছে প্রতিনিয়ত। তিনি ইএসডিও এর প্রতি কৃতজ্ঞ। এখন তিনি নিজের সাধের বাড়িতে পরিবারসহ সুখে বসবাস করছেন। বড় ছেলে কলেজে পড়াশুনা করছে আর ছোট ছেলে মাদ্রাসায় পড়াশুনা করছে। মেয়ে ইকো পাঠশালায় পড়াশুনা করছে। ছেলেমেয়েরা নতুন বাড়ির সুন্দর পরিবেশে ভালভাবে পড়াশুনা করছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-৯

মুন্নাফ শাহ পেল ইএসডিও এর আবাসন ঋণ সহায়তা

ঠাকুরগাঁও পৌরসভার অন্তর্গত হাজীপাড়ায় মুন্নাফ শাহ পাঁচ সদস্যরের পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। তার সংসারে অভাব লেগেই থাকতো। রাজমিস্ত্রির কাজ করে তার জমানো টাকা দিয়ে বাড়ির কাজ শুরু করেন কিন্তু টাকার অভাবে মাঝপথে কাজ থেমে যায়। তিনি এক প্রতিবেশীর কাছে ইএসডিও সম্পর্কে জানতে পারেন যে এ প্রতিষ্ঠান স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই তিনি বাড়ির পাশের ইএসডিও এর শাখা অফিসে যোগাযোগ করেন। আলোচনা ও পর্যালোচনা করে তিনি ১৮/৭/২০১৯ তারিখে ৩,০০০০০ টাকা বাড়ির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্যে ঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকা দিয়ে তিনি তার বাড়ির কাজ শেষ করেন। এক সাথে এতগুলো টাকা না পেলে তার পক্ষে বাড়ি বানানো সম্ভব হতোনা। তিনি বলেন,“ইএসডিও আমার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে বাড়ি বানানো পর্যন্ত অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছে। তাই আমি ইএসডিও এর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।” তিনি ভবিষ্যতেও ইএসডিও এর সাথে থাকবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তার ছেলে ও মেয়েরা কলেজ ও স্কুলে পড়াশুনা করছে। নতুন বাড়ি স্বাস্থ্য সম্মত হওয়ায় তারা পড়াশুনায় বেশ মনযোগী হয়েছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি (নির্মাণ কাজ চলমান)

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-১০

মোঃ শামীম ভূঁইয়া নিজের বাড়ি বানাতে পেরে খুব খুশি

মোঃ শামীম ভূঁইয়া ঠাকুরগাঁও পৌরসভার শান্তিনগর এলাকায় বসবাস করেন। তার নিজের একটি দোকান রয়েছে। তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৪ জন। তিনি খুব কষ্ট করে পরিবার নিয়ে ছোট্ট একটি ঘরে বসবাস করতেন। তার বাড়ি বানানো খুব দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু একটা বাড়ি বানাতে অনেক টাকার প্রয়োজন, এতগুলো টাকা কোথায় পাবেন; তাই তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় জমানো টাকা দিয়ে বাড়ির কাজ শুরু করেন কিন্তু মাঝপথে কাজ থেমে যায় টাকার অভাবে। তিনি তার প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারেন ইএসডিও এর আবাসন ঋণ সহায়তা সম্পর্কে। তিনি বাড়ি নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য ১৭/৯/২০১৯ তারিখে ৪,০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ইএসডিও এর প্রকৌশলীর পরামর্শে মানসম্মত সুন্দর একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। তিনি বলেন,"আমার মতো গরীবকে ইএসডিও আর্থিক সহায়তা না করলে আজ এই বাড়ি আমি বানাতে পারতাম না। তাই আমি ইএসডিও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।" তার ছেলে তার সাথে ব্যবসা করে আর মেয়ে কলেজে পড়াশুনা করে। নতুন সুন্দর পরিবেশ বান্ধব বাড়িতে তারা বেশ সুখে জীবন যাপন করছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি (কাজ চলমান)

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-১১

আব্দুর রহিম এর স্বপ্ন পূরণ করল ইএসডিও

আব্দুর রহিম ঠাকুরগাঁও পৌরসভার শাহা পাড়া এলাকায় বসবাস করেন। তিনি পেশায় একজন ফল ব্যবসায়ী। তার স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক ছেলে এবং শাশুড়িসহ একত্রে বসবাস করেন। পরিবারের সবাই কষ্ট করে একটি ছোট্ট বাড়িতে বসবাস করতেন। তাদের আরো একটি ঘরের প্রয়োজন। তাদের ব্যবসা থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে ঘর করা সম্ভব ছিল না। তখন একদিন তার দোকানে ইএসডিও এর এক মাঠ কর্মকর্তা আবাসন ঋণ সম্পর্কে জানান। তখন তিনি ইএসডিও হতে ঘর নির্মাণের জন্য ২৫/৭/২০১৯ তারিখে ৪,০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তা দিয়ে ইএসডিও এর প্রকৌশলীর পরামর্শে সুন্দর একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। বর্তমানে নতুন বাড়ি তৈরী করে এ পরিবারের সকল সদস্য খুবই খুশি। তার মেয়ে ও ছেলে এখন স্কুলে পড়াশুনা করছে। নতুন সুন্দর বাড়িতে মনোরম স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে তাদের পড়ালেখার আগ্রহ আরো অনেক বেড়ে গেছে।

পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় এভাবেই স্বল্প আয়ের মানুষের সুখের ঠিকানা তৈরীতে কাজ করছে ইএসডিও। তিনি বলেন,"ইএসডিও আমাকে ঠাকুরগাও শহর এলাকায় থাকার মতো একটি বাড়ি করার সহযোগিতা করেছেন যা কখনো ভূলার মতো না। এ জন্য আমি ইএসডিও কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

কেস স্টাডি-১২

জগদীশ চন্দ্র রায়ের বাড়ি বানাতে সহায়তা করল ইএসডিও

জগদীশ চন্দ্র রায় ঠাকুরগাঁও শহরে বসবাস করেন। তার ৩ মেয়ে ও ২ ছেলে। তিনি রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। আর স্ত্রী কাপড় সেলাই করেন। ৭ জনের সংসার তাই ঘরও বেশী প্রয়োজন কিন্তু টাকার অভাবে ঘরের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে গাদাগাদি করে তারা দিন কাটাতো। এমন সময় তিনি পাশের বাড়ির ইএসডিও এর এক সদস্যের কাছে জানতে পারেন স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য আবাসন ঋণ সম্পর্কে। দ্রুত তিনি ইএসডিও অফিসে যোগাযোগ করেন এবং আবাসন ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে এ ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করলে ইএসডিও কর্তৃপক্ষ ৫/১১/২০১৯ তারিখে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। নিজের জমানো কিছু টাকা এবং এ ঋণের টাকা দিয়ে একটি ছাদের বাড়ি তৈরী করেন। ছেলে মেয়েরা এখন পৃথক বাড়িতে মনোরোম পরিবেশে বসবাস করছে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে স্বচ্ছল পরিবারে। এক মেয়ে কলেজে পড়াশুনা করছে। আর দুই ছেলে স্কুলে পড়াশুনা করছে। পড়ার জন্য সুন্দর ঘর পেয়ে তাদের পড়াশুনার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দর ছাদের বাড়ির জন্য তাদের মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

ফটো অ্যালবাম
ঋণ গ্রহীতার বাড়ির আগে ও পরের ছবি

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ শ্রীকানু চন্দ্র রায়

ঠিকানা ঃ শান্তিনগর, ঠাকুরগাঁও

নির্মাণের ধরন ঃ নতুন নির্মাণ (চলমান)

টাকার পরিমান ঃ ৩,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ মোঃ জাকির হোসেন
ঠিকানা ঃ গোয়ালপাড়া, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সংস্কার
টাকার পরিমান ঃ ৪,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ মোঃ আনিসুর রহমান

ঠিকানা ঃ শান্তিনগর, ঠাকুরগাঁও

নির্মাণের ধরণ ঃ সংস্কার

টাকার পরিমান ঃ ৫,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম

ঠিকানা ঃ নিশ্চিন্তপুর, ঠাকুরগাঁও

নির্মাণের ধরণ ঃ সংস্কার (চলমান)

টাকার পরিমান ঃ ৩,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ মোছাঃ ডালিয়া নাসরিন
ঠিকানা ঃ গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সংস্কার
টাকার পরিমান ঃ ৪,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ মোঃ ফারুক হোসেন
ঠিকানা ঃ পূর্ব হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সম্প্রসারণ
টাকার পরিমান ঃ ৩,৫০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ লিয়াকত আলী
ঠিকানাঃ দেবীগঞ্জ, দক্ষিণ ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণঃ সংস্কার
টাকার পরিমান ঃ ৪,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ ববিতা রাণী
ঠিকানা ঃ খড়িবাড়ী, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সম্প্রসারণ
টাকার পরিমান ঃ ৩,৫০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ মোহাম্মদ আলী
ঠিকানা ঃ আশ্রম পাড়া, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সম্প্রসারণ
টাকার পরিমান ঃ ৩,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ দুলাল রায়

ঠিকানা ঃ শান্তি নগর, ঠাকুরগাঁও

নির্মাণের ধরণ ঃ নতুন নির্মাণ

টাকার পরিমান ঃ ৫,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ ফারুক হোসেন
ঠিকানা ঃ সরকার পাড়া, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সংস্কার
টাকার পরিমান ঃ ৪,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ আবুল কাশেম
ঠিকানা ঃ আকচা ,ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সংস্কার
টাকার পরিমানঃ ৫,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ জাহিদ হাসান
ঠিকানা ঃ কলেজ পাড়া, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সংস্কার
টাকার পরিমান ঃ ৩,৫০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ আরিফ হোসেন

ঠিকানাঃ রুহিয়া ,ঠাকুরগাঁও

নির্মাণের ধরণ ঃ সম্প্রসারণ (কমপ্লিট)

টাকার পরিমান ঃ ৪,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ মাফতুন নাহার
ঠিকানা ঃ ফাড়াবাড়ি, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সম্প্রসারণ (কমপ্লিট)
টাকার পরিমান ঃ ৩,৫০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ দেব নাথ
ঠিকানা ঃ গোবিন্দ নগর, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণ ঃ সংস্কার
টাকার পরিমান ঃ ৩,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নাম ঃ আয়শা আক্তার

ঠিকানা ঃ গোবিন্দ নগর, ঠাকুরগাঁও

নির্মাণের ধরণ ঃ সংস্কার

টাকার পরিমান ঃ ৪,০০,০০০/-

আবাসন ঋণ গ্রহণের আগের বাড়ি

আবাসন ঋণ গ্রহণের পরের বাড়ি

নামঃ রীণা রাণী
ঠিকানাঃ জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও
নির্মাণের ধরণঃ নতুন বাড়ি নির্মাণ
টাকার পরিমানঃ ৩,০০,০০০

আবাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার শিখন ও চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে টেকসই আবাসন ঋণ সহায়তার আওতায় সহযোগিতা করাই LICHSP প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রমের ফলে ঠাকুরগাঁও এলাকায় ইএসডিও এর নয়টি শাখার অভিজ্ঞতা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

LICHSP এর আওতায় ঋণ প্রদানের ফলে শাখার পোর্টফলিওতে প্রভাব ঃ

LICHSP প্রকল্পের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা। এ প্রকল্পে ঋণ বিতরনের কারণে শাখার ভালো ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পাওয়ায় পোর্টফলিও একটা ভালো অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। এ প্রকল্পের নীতিমালার আলোকে ঋণ দেওয়া হলে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব। শাখার আয়-ব্যয়ে প্রভাব ঃ

মাঠ পর্যায়ে LICHSP ঋণের ব্যাপক চাহিদা থাকায় ঋণ স্থিতি দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব। ঋণ বিতরন বেশি হলে ঋণ আদায়ও বেশি হবে। আর আদায় বেশি হলে সাঃচার্জ আদায়ও বেশি হবে। ঋণের মেয়াদ বেশি হওয়ায় এবং দীর্ঘ দিন যাবদ ঋণ আদায় হওয়ায় দিনে দিনে শাখার আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে অন্যান্য প্রকল্পের চেয়ে এ প্রকল্পে আয় তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে ব্যয় অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় একই রকম হয়।

LICHSP ঋণ কার্যক্রম শুরুর আগে ও পরের অবস্থা ঃ

খওঈঐঝচ শুরুর আগে শাখার ঋণ স্থিতি কম ছিল শাখার আয় ও কম ছিল। এই ঋণ চালু হওয়ার পর হতে শাখার ঋণ স্থিতি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমন শাখার আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। LICHSP ঋণ বিতরনের কারণে আগের তুলনায় যেমন সদস্য বেশি পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি ঋণ স্থিতি, সঞ্চয় স্থিতি, সার্বিক চার্জ, OTR, PAR, CRR, আগের তুলনায় ক্রমান্বয়ে ভালো হতে আরো ভালো হচ্ছে।

LICHSP ঋণ সর্ম্পকে মতামত ঃ

এই ঋণ দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় শাখার ঋণ স্থিতি ধরে রাখার জন্য বেশি বেশি এই ঋণ প্রদান করা দরকার। ঋণের মেয়াদ সর্ব্বোচ ৩ বছর হতে ৪ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। মাঠ পর্যায়ের চাহিদার কথা চিন্তা করে ঋণের পরিমান সর্ব্বোচ ৫০০০০০ হতে ১০,০০,০০০ টাকা করা প্রয়োজন। LICHSP প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ের সমস্যা ও সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

১। ৩টি দফায় ঋণ বিতরন না করে ১ অথবা ২টি কিস্তিতে প্রদান করা ।

২। ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি আদায় না করে নগদে আদায়ের ব্যবস্থা করা ।

৩। রিবেট প্রদান পদ্ধতি সহজ করা ।

৪। এলআইসিএইচএসপি সার্বিক চার্জ ম্যানুয়ালের এবং সফটওয়্যার একই রকম করা ।

৫। পৈত্রিক সম্পদের ক্ষেত্রে খাজনা, খারিজের কাগজপত্রের সমস্যা হয় সে ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা সহজতর করা।

৬। ঋণ গ্রহণে সদস্যের বয়সের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে বয়সসীমা সংশোধন করা।

৭। পৈত্রিক সম্পদে বাড়ির ঋণ প্রদান সহজ করতে হবে।

LICHSP প্রকল্প সম্পর্কে উপলব্ধি

এ প্রকল্প চালু থাকায় শাখার ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শাখায় জাগরণ, অগ্রসর, অগ্রসর এম ডি পি, অগ্রসর এ এফ ঋণ এক বছর সাপ্তাহিক, মাসিক চলমান এর সাথে সংযুক্ত LICHSP এক বছর, দুই বছর, তিন বছর, চার বছর এমনকি পাঁচ বছর মেয়াদী এ LICHSP ঋণ শাখাগুলোতে আর্শীবাদ স্বরূপ কেননা এ ঋণ স্বল্প আয়ের মানুষদের একটি স্বপ্নের বাড়ি বানাতে সহায়তা করে। সদস্যরা এ মন্তব্যও করে ইএসডিও এর এ ঋণ না পেলে আমাদের এত সুন্দর একটি বাড়ি হতো না।

সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, এ প্রকল্পের ফলে স্থানীয় শ্রমিকরা উপকৃত হচ্ছে। এ এলাকার ইটের ভাটা, রড, সিমেন্ট তথা আবাসন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসার প্রসার ঘটছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় টেকসই আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এ প্রকল্প স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা এবং মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ড. এ কে এম নুরুজ্জামান ও অন্যান্য, স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ, (ঢাকা: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, ২০২১)।

মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন সম্পাদিত, বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ: রংপুর বিভাগ, (ঢাকা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ২০১৯)।

ড. মোহাম্মদ আমীন, জেলা, উপজেলা ও নদ-নদীর নামকরণের ইতিহাস, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১২)।

বিলু কবীর, বাংলাদেশের জেলা: নামকরণের ইতিহাস, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০)

শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ঠাকুরগাঁও জেলা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৩)।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৩)।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬।

৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৪-১৫।

Census of Population 2011, Bangladesh Bureau of Statistics. Ministry od Planning. Government of the people’s Republic of Bangladesh.

District Statistics, 2011, Thakurgaone. Bangladesh Bureau of Statistics. Ministry od Planning. Government of the people’s Republic of Bangladesh.

Mohammed Ali, Archaeological Survey Report of Greater Dinajpur District, (Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh, 1995).

www.thakurgaon.gov.bd জেলা তথ্য বাতায়ন।

https://en.m.wilipedia.org

ঠাকুরগাঁও এ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ কার্যক্রম

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

প্রধান কার্যালয়:
কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০
ফোন: ০৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯, ০৮৮-০৫৬১-৫১৫৯৯
মোবাইল: ০৮৮-০১৭৪-০৬৩৩৬০, ০১৭১৩-১৪৯৩৫০
ইমেইল: esdobangladesh@hotmail.com

ঢাকা অফিস ঃ
ইএসডিও হাউজ, প্লট নং-৭৪৮, রোড নং-৮
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০৮৮-০২-৫৮১৫৪৮৫৭, **মোবাইল:** ০১৭১৩-১৪৯২৫৯

www.esdo.net.bd